পরিক্রমা

এপ্রিল-জুন ২০২৫

অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

পরিক্রমা

এপ্রিল-জুন ২০২৫

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

Website: www.sec.gov.bd, www.এসইসিবিডি.বাংলা

E-mail: info@sec.gov.bd

ক্রম	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
	প্রথম অংশ	
১	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধানগণ	০৬
২	পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার ও অন্যান্য বিশেষ কার্যক্রম	০৭
২.১	ঈদ-উল ফিতর ২০২৫-পরবর্তী বিএসইসি'র ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার অংশীজনদের সাথে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়	০৭
২.২	বিএসইসিকে অধিকতর শক্তিশালীকরণ ও পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি, বিএসইসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ ও পুঁজিবাজারের অংশীজনদের মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান	০৮
২.৩	ডিবিএ-এর নেতৃত্বে শীর্ষ ২০টি ব্রোকারেজ হাউস-এর প্রতিনিধি এবং বিএসইসি'র মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠান	১০
২.৪	পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের 'মার্জিন রুলস' সংক্রান্ত চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়ন	১১
২.৫	বিএসইসি আয়োজিত 'Workshop on Orange Bond Initiatives for Empowering Women'	১২
২.৬	ডিএসই'র কৌশলগত অংশীদার চীনের শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ ও সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিনিধিদলের সাথে বিএসইসি'র বৈঠক অনুষ্ঠান	১৩
২.৭	পুঁজিবাজারে আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএসইসি'র তাৎক্ষণিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন	১৪
২.৮	বিএসইসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণের বৈঠক অনুষ্ঠান	১৫
২.৯	বিএসইসি এবং পুঁজিবাজার অংশীজনদের মধ্যকার সভা আয়োজন	১৬
২.১০	বিশ্বের সর্ববৃহৎ গোবাল কাস্টডিয়ানগুলোর অন্যতম 'The Bank of New York Mellon (BNYM)' ও বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট সাব কাস্টডিয়ান এইচএসবিসি'র প্রতিনিধিদের সাথে বিএসইসি'র বৈঠক আয়োজন	১৭
২.১১	বিএসইসির এবং পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের সংগঠনের প্রতিনিধিদের মধ্যে মতবিনিময় সভা আয়োজন	১৮
২.১২	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল-এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠান	১৯
২.১৩	পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত জেড ক্যাটাগরির কোম্পানিসমূহ এবং যেসকল কোম্পানিতে স্পন্সর ও ডিরেক্টরদের যৌথভাবে ৩০ শতাংশের নিচে শেয়ার হোল্ডিং বিদ্যমান সেসকল কোম্পানি 'কর্পোরেট গভার্নেন্স কোড, ২০১৮' পরিপালনপূর্বক স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত স্পষ্টীকরণ সভা আয়োজন	২০
২.১৪	২০২৫-'২৬ অর্থবছরের বাজেটের বিষয়ে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের বক্তব্য	২১
২.১৫	ঈদুল আজহা ২০২৫-পরবর্তী বিএসইসি'র ঈদ পুনর্মিলনী এবং পুঁজিবাজার অংশীজনদের সাথে ঈদ-শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান	২২
২.১৬	পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে 'Compliance of Securities Markets' সেমিনার অনুষ্ঠান	২৩
২.১৭	পুঁজিবাজারের উন্নয়নে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিএসইসির মধ্যে বৈঠক আয়োজন	২৪
২.১৮	পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বীমা কোম্পানীসমূহের শীর্ষ প্রতিনিধির অংশগ্রহণে 'Compliance of Securities Markets' সেমিনার অনুষ্ঠান	২৫
২.১৯	বিএসইসি এবং পুঁজিবাজারের অংশীজনদের মধ্যকার মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান	২৬

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
	দ্বিতীয় অংশ	
৩	ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরি রিফর্মস অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স	২৮
৪	কর্পোরেট ফাইন্যান্স	২৯
৫	নিবন্ধন	৩১
৬	মার্কেট সার্ভেইল্যান্স অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স	৩২
৭	সুপারভিশন অব মার্কেট অ্যান্ড মার্কেট ইন্টারমিডিয়ারিজ	৩৪
৮	এনফোর্সমেন্ট	৩৬
৯	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	৩৭
১০	কর্পোরেট রিপোর্টিং	৩৮
১১	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস	৪০
১২	লিগ্যাল সার্ভিস	৪২
১৩	ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট	৪৩
১৪	ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি	৪৫
১৫	ফিন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভস	৪৬
১৬	কমোডিটি প্রোডাক্ট	৪৭
১৭	জনসংযোগ	৪৮
১৮	মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন	৪৯
১৯	স্টক এক্সচেঞ্জ অপারেশনাল স্ট্যাটিসটিকস	৫০

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, **১৯৯৩**-এর মাধ্যমে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে **১৯৯৩** সালের ৮ই জুন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য হলো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াবলি বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধিবিধান প্রণয়ন। কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও চারজন কমিশনার সমন্বয়ে গঠিত এবং চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় বিধিবিধান প্রণয়ন এবং সে অনুসারে বাজার তদারকি করা কমিশনের সার্বিক দায়িত্ব। কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত।

বর্তমানে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ। এছাড়া, সংস্থার কমিশনার হিসেবে জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী, জনাব মোঃ আলী আকবর এবং জনাব ফারজানা লালারুখ দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রথম অংশ

১. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধানগণ

ক্রম	নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ
১	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	ইস্যুয়ার কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন ডেরিভেটিভস ডিভিশন
২	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম	আইসিটি ডিভিশন
৩	জনাব এম. হাছান মাহমুদ	ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন
৪	জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান চৌধুরী	ল ডিভিশন
৫	জনাব কামরুল আনাম খান, এফসিএমএ	চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট ডিভিশন ইন্টারন্যাল অডিট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশন
৬	জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম	সাময়িক বহিষ্কৃত
৭	জনাব মোহাম্মদ শফিউল আজম	অ্যাডমিন অ্যান্ড ফাইন্যান্স ডিভিশন
৮	জনাব রিপন কুমার দেবনাথ	এনফোর্সমেন্ট ডিভিশন
৯	জনাব মীর মোশাররফ হোসেন চৌধুরী	মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি ডিভিশন
১০	জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	আর অ্যান্ড ডি ডিভিশন

২. পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও অন্যান্য বিশেষ কার্যক্রম

২.১ ঈদ-উল-ফিতর ২০২৫-পরবর্তী বিএসইসি'র ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার অংশীজনদের সাথে ঈদ-শুভেচ্ছা বিনিময়

ঈদ-উল-ফিতর ২০২৫ পরবর্তী প্রথম কর্মদিবস ২০২৫ সালের ০৬ এপ্রিল বিএসইসি'র মাল্টিপারপাস হলে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর অংশগ্রহণে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, কমিশনার জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী, জনাব মোঃ আলী আকবর ও জনাব ফারজানা লালারুখ-সহ বিএসইসি'র সকল গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এবারই প্রথমবারের ন্যায় বিএসইসিতে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার মহোদয়গণ সকল গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সাথে ঈদ-শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বিএসইসি'র চেয়ারম্যান এবং নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন। বিএসইসি'র চেয়ারম্যান অনুষ্ঠানে ঈদ-উল-ফিতর ২০২৫-এর আনন্দময় উদ্‌যাপনের কথা উল্লেখপূর্বক এবারের ঈদকে 'স্বস্তির ঈদ' বলে মন্তব্য করেন। তিনি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপ প্রসঙ্গ এবং উক্ত ক্ষেত্রে উত্তরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার উল্লেখ করেন। তিনি সাম্প্রতিককালে রোহিঙ্গা পুনর্বাসনের বিষয়কে দেশের জন্য ব্যাপক অর্জন ও সাফল্যের সংবাদ রূপে অভিহিত করেন। তিনি দেশ ও অর্থনীতির মঙ্গল কামনা এবং বিএসইসির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ দেশবাসীকে অর্থনীতি ও কল্যাণে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহবান জানান। এ সময় তিনি আগামীতে দেশের পুঁজিবাজারের সংস্কার কার্যক্রম জোরদারকরণে পুঁজিবাজারকে অধিক শক্তিশালী করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার অংশীজনদের সাথে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান, কমিশনারগণসহ সর্বস্তরের কর্মচারী

এছাড়া, বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ দেশের পুঁজিবাজারের অংশীজন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে কমিশনের সভাকক্ষে এবং চেয়ারম্যান মহোদয়ের কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও ঈদ-শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ সময় ঢাকা স্টক এক্সেচেঞ্জ পিএলসি-এর চেয়ারম্যান, ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বোর্ড সদস্যগণ; চট্টগ্রাম স্টক এক্সেচেঞ্জ পিএলসি-এর চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বোর্ড সদস্যবৃন্দ, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং বোর্ড সদস্যগণ; সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি বাংলাদেশ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান ও ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বোর্ড সদস্যবৃন্দ, ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর প্রেসিডেন্ট; বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রেসিডেন্ট; বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজের-এর সহ-সভাপতি; বিএসইসি'র পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স এবং তদন্ত কমিটির সদস্যগণসহ দেশের পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

২.২ বিএসইসিকে অধিকতর শক্তিশালীকরণ ও পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি, বিএসইসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ ও পুঁজিবাজারের অংশীজনদের মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান

২০২৫ সালের ১৬ এপ্রিল বিএসইসিকে অধিকতর শক্তিশালীকরণ ও পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে সদস্যবৃন্দ যথা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. সাদেকুল ইসলাম, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের বীমা ও পুঁজিবাজার অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ সাঈদ কুতুব এবং কমিটির সদস্য সচিব ও বিএসইসি'র কমিশনার জনাব ফারজানা লালারুখ উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, কমিশনার জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী, জনাব মোঃ আলী আকবর এবং পুঁজিবাজার অংশীজন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ। বিএসইসি'র মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সভার প্রথমাংশে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং দ্বিতীয়াংশে পুঁজিবাজারের অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় হয়।

বিএসইসিকে অধিকতর শক্তিশালীকরণ ও পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সাথে বিএসইসি'র কর্মকর্তা এবং পুঁজিবাজারের অংশীজনগণ

কমিটির সভার প্রথমাংশে বিএসইসি'র নির্বাহী পরিচালক, পরিচালকগণ ও কমিশন-সচিব অংশে অংশগ্রহণ করেন। কমিটির সদস্য সচিব ও বিএসইসি'র কমিশনার জনাব ফারজানা লালারুখ সভার সূচনা এবং সকলকে স্বাগত জানান। এ সময় বিএসইসি'র পরিচালক জনাব মোঃ আবুল কালাম সচিত্র উপস্থাপনা প্রদান করেন। সভায় সাম্প্রতিককালে বিএসইসির সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও পুঁজিবাজারের উন্নয়নে বিএসইসি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মহোদয়কে অবহিত করা হয়। সভায় বিএসইসি'র ইতিহাস ও কার্যাবলি, পুঁজিবাজারের আইনগত কাঠামো, পুঁজিবাজারের বর্তমান বাজার পরিস্থিতি, ইকো-সিস্টেম, পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশের বাজারের তুলনামূলক চিত্র, পুঁজিবাজারের চ্যালেঞ্জসমূহ, নেগেটিভ ইক্যুইটি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া, ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী বিএসইসি'র অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিষয়সহ বিএসইসি ও পুঁজিবাজারকে শক্তিশালীকরণের পথে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ গুরুত্বসহকারে আলোচনা করেন।

কমিটির সভার দ্বিতীয়াংশে পুঁজিবাজারের অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় হয়। এ সময় পুঁজিবাজার অংশীজন হিসেবে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোমিনুল ইসলাম, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি'র চেয়ারম্যান জনাব একেএম হাবিবুর রহমান, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মো. আবদুল মোতালেব, সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বাবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আ. স. ম. খায়রুজ্জামান, ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব সাইফুল ইসলাম ও জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি জনাব মো. সাইফুদ্দিন, বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি জনাব মাজেদা খাতুন, অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি অ্যান্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ডস-এর সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, অ্যাসোসিয়েশন অব ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি-এর সভাপতি জনাব এনকেএ মবিন এফসিএ এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজ-এর সভাপতি জনাব রুপালী হক চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

পুঁজিবাজারের অংশীজনবৃন্দ বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি, টার্নওভারে উৎসকর হ্রাস তালিকাভুক্ত ও অতালিকাভুক্ত কোম্পানির করহারের পার্থক্য বৃদ্ধি, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে নেগেটিভ ইক্যুইটির সমাধান, সুষ্ঠু ও মৌলভিত্তিসম্পন্ন সরকারি ও বহুজাতিক কোম্পানিসমূহকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তি, পণ্যের বৈচিত্র্যায়ন, কমোডিটি এক্সচেঞ্জ বাস্তবায়ন, বাজারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, পুঁজিবাজারের বাজার কাঠামো আধুনিকায়ন, সিসিবিএল-এর বাস্তবায়ন, সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয় বৃদ্ধি, ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইনগত পর্যালোচনা, বিভিন্ন প্রণোদনা বা সুবিধার প্রদানের মাধ্যমে কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তিতে আগ্রহীকরণ, পুঁজিবাজারে অনিয়ম ও কারসাজি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, লভ্যাংশ আয়ে কর রেয়াত বৃদ্ধি, মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বিনিয়োগে রিবেট সুবিধা বৃদ্ধি, মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আইপিও কোটা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ নীতিমালা প্রস্তুতকরণ, পুঁজিবাজারে সকল পর্যায়ে অটোমেশন বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি, সরকারের নীতি সহায়তার বিষয়ে সভায় প্রস্তাবনা উপস্থাপনা করা হয়।

সভায় গঠিত কমিটির সদস্য সচিব ও বিএসইসি'র কমিশনার জনাব ফারজানা লালারুখ সভায় অংশগ্রহণকারীগণকে পুঁজিবাজারের উন্নয়নে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, বিএসইসিকে অধিকতর শক্তিশালী ও পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি ইতোমধ্যে গুরুত্বসহকারে কাজ শুরু করেছে। তিনি এক্ষেত্রে সভায় অংশীজনদের লিখিত প্রস্তাবনা প্রদানের আহ্বান জানান। পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে দ্রুত পুঁজিবাজারের উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে এ–মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভায় ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী সফল বৈঠকের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি পুঁজিবাজারের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তরিত মতামত এবং প্রস্তাবনা উপস্থাপনকালে বিএসইসি ও বাজার অংশীজনদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সংশ্লিষ্টদের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন, সংস্কার ও প্রতিবন্ধকতাগুলোর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লিখিত প্রস্তাব আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কমিটির নিকট প্রেরণের অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, সরকার পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সংস্কার নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, 'মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা দেশের উন্নয়ন ও সংস্কার তথা পরিবর্তনে কাজ করছেন। পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ব্যতীত দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়। শুধু বিদেশি অনুদান নয়, দেশের উন্নয়নে ফান্ড বা বিনিয়োগ দেশের মধ্য থেকেই সংগ্রহ এবং সেজন্যই দেশের পুঁজিবাজারের উন্নতি দরকার। পুঁজিবাজারের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে পুঁজিবাজারের উন্নয়নের জন্য কাজ করবে।' সর্বোপরি, তিনি দেশের কল্যাণের স্বার্থে পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সংস্কার নিশ্চিতকরণের আশ্বাস প্রদান করেন।

বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ সংস্থার কার্যালয়ে আগমন এবং সভায় অংশগ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি ও দেশের পুঁজিবাজারের বিভিন্ন বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বিএসইসিকে অধিকতর শক্তিশালী এবং দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সংস্কারে সহায়তার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, 'পুঁজিবাজারের উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু কোম্পানির তালিকাভুক্তি প্রয়োজন। দেশের পুঁজিবাজার গত ১৫ বছরে উৎকৃষ্ট কোম্পানি পায়নি। উৎকৃষ্ট কোম্পানিকে বাজারে আনয়ন করাও চ্যালেঞ্জ। উত্তম কোম্পানির তালিকাভুক্তির জন্য বিএসইসি প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের সুপারিশের আলোকে দ্রুত পাবলিক ইস্যু রুলসের সংস্কার সাধন করা হবে। এটি উত্তম কোম্পানির তালিকাভুক্তি নিশ্চিতে সহায়ক হবে।' তিনি দেশের অর্থনীতিকে পুঁজিবাজারমুখীকরণের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সভায় বিএসইসি'র কমিশনার জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী বলেন, পুঁজিবাজারে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও রেগুলেটরি কাঠামোকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তিনি বিএসইসির জনবল বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ এবং এ বিষয়ে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বিনিয়োগ শিক্ষার গুরুত্বের কথা উল্লেখপূবক পুঁজিবাজারভিত্তিক সুষ্ঠু আবাসিক ইনস্টিটিউট গঠনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি একইসাথে গবেষণা ও উন্নয়নের অধিক গুরুত্ব প্রদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

সভায় কমিটির অন্যতম সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. সাদেকুল ইসলাম বলেন, 'দেশের পুঁজিবাজারের বৃহৎ সমস্যা হলো প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা স্বল্প। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের সংখ্যা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ব্যতীত পুঁজিবাজার স্থিতিশীল করা সম্ভব নয়। একইসাথে দেশের বন্ড মার্কেটের উন্নয়ন আবশ্যক। বন্ড মার্কেটের উন্নয়নের পথে অন্যতম অন্তরায় সঞ্চয়পত্রের উচ্চ সুদহার।' সর্বোপরি, দেশের আর্থিক খাতের সংস্কারের মাধ্যমে পুঁজিবাজারের উন্নয়ন নিশ্চিত হলেও দেশ ও জনগণ উপকৃত হবে–তিনি এরূপ মন্তব্য করেন।

২.৩ ডিবিএ-এর নেতৃত্বে শীর্ষ ২০টি ব্রোকারেজ হাউস প্রতিনিধি এবং বিএসইসি'র মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠান

২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল আগারগাঁওস্থ বিএসইসি ভবনে বাংলাদেশ সিকিউরিজি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং পুঁজিবাজারের ডিবিএ-এর নেতৃত্বে শীর্ষ ২০টি ব্রোকারেজ হাউস প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া, বিএসইসি'র কমিশনার জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী, জনাব মোঃ আলী আকবর ও জনাব ফারজানা লালারুখ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৈঠকে দেশের পুঁজিবাজারের বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জসমূহ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

বৈঠকে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে নেগেটিভ ইক্যুইটির কার্যকর সমাধান বাস্তবায়নের কথা বলেন। তিনি সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষ ও অংশীজন সমন্বয়ে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে সমস্যা নিষ্পত্তির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি নেগেটিভ ইক্যুইটিকে 'ক্যান্সার' বলে উল্লেখপূর্বক দ্রুত সমাধানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

বিএসইসি এবং শীর্ষ ২০টি ব্রোকারেজ হাউসের প্রতিনিধি

আলোচনায় ব্রোকারেজ হাউসসমূহের শীর্ষ কর্মকর্তা পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সংস্কারে বিএসইসিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ জানান। সভায় সাম্প্রতিককালে বাজারের পরিস্থিতিসহ দেশের পুঁজিবাজারে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাসমূহ এবং পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তাঁরা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের জন্য নেগেটিভ ইক্যুইটির সমস্যার স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন বলে মতামত প্রদান করেন। উপস্থিত ব্রোকারেজ হাউসের প্রতিনিধিবৃন্দ দেশের পুঁজিবাজারের সমস্যাগুলোর সমাধানে সর্বাত্মক চেষ্টা ও সহযোগিতা আশ্বাস দেন। কমিশন এ-ব্যাপারে ডিবিএ ও ব্রোকারেজ হাউসসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ উত্থাপিত প্রস্তাবনাগুলো বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবে।

২.৪ পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের 'মার্জিন রুলস' সংক্রান্ত চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়ন

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও বাজারের সুশাসন নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক গঠিত পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স ২০২৫ সালের ২৭ এপ্রিল কমিশনের নিকট মার্জিন রুলস, ১৯৯৯-এর যুগোপযোগীকরণে চূড়ান্ত সুপারিশ উপস্থাপন করেছে। বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, কমিশনার জনাব মোঃ আলী আকবর ও জনাব ফারজানা লালারুখ-এর উপস্থিতিতে 'পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স' উক্ত সুপারিশসমূহ কমিশনের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে। এ সময় টাস্কফোর্সের সদস্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সিএসই বিভাগের অধ্যাপক মো. মোস্তফা আকবর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আল-আমিন উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান বলেন, 'বিএসইসি ও পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স দেশের পুঁজিবাজারের সংস্কারের বিষয়ে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট পক্ষের পরামর্শ ও মতামতের আলোকে সংস্কারের লক্ষ্যে কাজ করছে। পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের চূড়ান্ত সুপারিশ দ্রুত বাস্তবায়নে বিএসইসি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। মার্জিন রুলস, ১৯৯৯-এর যুগোপযোগীকরণ সংক্রান্ত পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের চূড়ান্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের পুঁজিবাজারের মার্জিন ঋণ সংক্রান্ত জটিলতার স্থায়ী সমাধান হবে।'

কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স-এর 'মার্জিন রুলস' সংক্রান্ত চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদান

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর বিএসইসি বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়ন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মানের সুশাসন নিশ্চিতকরণে পাঁচ সদস্যেবিশিষ্ট বিশেষ পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স গঠন করে। পরবর্তীকালে, টাস্কফোর্সের পরামর্শ এবং সহযোগিতাকল্পে পুঁজিবাজার সম্পৃক্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে 'পুঁজিবাজার সংস্কার ফোকাস গ্রুপ' গঠন করা হয়। ২০২৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স কমিশনের নিকট মার্জিন রুলস, ১৯৯৯-এর যুগোপযোগীকরণ খসড়া সুপারিশ জমা প্রদান করে। অতঃপর, উক্ত খসড়া সুপারিশ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত আহ্বান করা হয়। উপরোক্ত মতামত বিবেচনায় পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স এ-সংক্রান্ত চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়ন করেছে।

২.৫ বিএসইসি আয়োজিত 'Workshop on Orange Bond Initiatives for Empowering Women'

২০২৫ সালের ২৮ এপ্রিল বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের উদ্যোগে 'Workshop on Orange Bond Initiatives for Empowering Women' আয়োজিত হয়। বিএসইসি'র কমিশনার জনাব ফারজানা লালারুখ-এর সভাপতিত্বে কর্মশালার সূচনা হয়। বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ এটির উদ্বোধন এবং প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন। বিএসইসি'র মাল্টিপারপাস হলে এই কর্মশালায় বিএসইসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, ইউএনডিপি, আইএফসি বাংলাদেশ ও পুঁজিবাজারের ইস্যু ম্যানেজার প্রতিষ্ঠানসমূহসহ বন্ড বাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বিএসইসির চেয়ারম্যান বলেন, অরেঞ্জ বন্ড অন্তর্ভুক্তিমূলক পুঁজিবাজার তৈরির সুযোগ দেশের নারীর প্রান্তিক ও পরনির্ভরশীল অবস্থান থেকে উদ্যোক্তা কিংবা নেতৃত্বের অবস্থানে উন্নীতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। নারীর ক্ষমতায়ন শুধু একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা নয়—এটি অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা। বর্তমানে নারীরা দেশের শ্রমশক্তির প্রায় ৪১% হলেও, মাত্র ৬% নারীর আনুষ্ঠানিক অর্থায়নের সুযোগ রয়েছে। নারী ক্ষমতায়নকল্পে নারী-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগগুলিতে অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ ও বৃদ্ধির প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অরেঞ্জ বন্ডকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অরেঞ্জ বন্ড ক্ষুদ্রঋণের জনক ও নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথিকৃৎ মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের 'থ্রি জিরো তত্ত্ব' বা শূন্য দারিদ্র, শূন্য বেকারত্ব ও শূন্য নেট কার্বন নির্গমন বিষয়ের পরিকল্পনা সেতু হিসেবে কাজ করতে পারে। তিনি কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা এবং সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করেন।

কর্মশালায় সচিত্র উপস্থাপনায় বাংলাদেশের টেকসই বন্ড মার্কেটের উন্নয়নের জন্য বিএসইসির গৃহীত উদ্যোগসমূহ ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা, ইউএনডিপির সাথে বিএসইসির সমঝোতা স্মারক, দেশে অরেঞ্জ বন্ডের সম্ভাবনা সম্পন্ন খাতসমূহ, অরেঞ্জ বন্ড ইস্যুর ক্ষেত্রে রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কসহ সংশিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উত্থাপন করা হয়। এছাড়া, কর্মশালায় ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব তানজিম আলমগীরের সঞ্চালনায় প্যানেল-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় বাংলাদেশের বন্ড মার্কেটের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। কর্মশালায় উন্মুক্ত আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তাগণ দেশের বন্ড মার্কেট এবং বিশেষত অরেঞ্জ বন্ডের সুযোগ, সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা প্রশ্ন ও পরামর্শ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এছাড়া, ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট এক্সচেঞ্জ (IIX)-এর প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশী মার্কিন উদ্যোক্তা অধ্যাপক দুরীন শাহনাজের পক্ষে ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট এক্সচেঞ্জের পরিচালক জনাব দেবাশীষ রায় ও লাইটক্যাসল পার্টনার্সের সিইও জনাব বিজন ইসলাম কর্মশালায় অরেঞ্জ বন্ড ও বন্ড মার্কেটের বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।

'Workshop on Orange Bond Initiatives for Empowering Women'-এ আগত অতিথিবৃন্দ

বিএসইসি'র কমিশনার জনাব ফারজানা লালারুখ কর্মশালায় সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, নারীরা দেশের জনগোষ্ঠীর অর্ধেক এবং তাদের দ্বারাই দেশের অর্ধেক অর্থনীতি ও কর্মশক্তি গঠিত। তাই নারীদের সমন্বয়ে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে অগ্রসর এবং এক্ষেত্রে অরেঞ্জ বন্ড বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। পুঁজিবাজার দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি এবং এখানে ইক্যুইটিভিত্তিক পণ্যের পাশাপাশি আরো বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ পণ্য থাকা উচিত যা বাজারের বৈচিত্রায়ন এবং বাজারকে অধিক টেকসই রূপ প্রদান করবে। এক্ষেত্রে, অরেঞ্জ বন্ড কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। তিনি বাংলাদেশে বন্ড মার্কেটের সম্ভাবনার মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়ন ও পুঁজিবাজারের অগ্রগতি নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তা কামনা করেন।

২.৬ ডিএসইর কৌশলগত অংশীদার চীনের শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ ও সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিনিধিদলের সাথে বিএসইসির বৈঠক অনুষ্ঠান

২০২৫ সালের ২৯ এপ্রিল বিএসইসি'র কমিশন সভাকক্ষে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের কৌশলগত অংশীদার চীনের শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ ও সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিনিধিদলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, কমিশনার জনাব মোঃ আলী আকবর ও জনাব ফারজানা লালারুখ উপস্থিত ছিলেন। চীনের শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জের উপ-মহাপরিচালক ও ডিএসইর পরিচালক Mr. Wang Hai নেতৃত্বে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদলে ছিলেন শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জের আইটি বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজার Mr. LIN Lin ও Mr. ZHENG Chao, লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার Mr. XIAN Yi এবং ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার Ms. HOU Lingyu। এছাড়া, এই দলে ডিএসই'র চেয়ারম্যান ও কোম্পানি-সচিব মোহাম্মদ আসাদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, কমিশনার জনাব ফারজানা লালারুখ, ডিএসই'র চেয়ারম্যান জনাব মমিনুল ইসলাম এবং শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জের উপ-মহাপরিচালক ও ডিএসইর পরিচালক Mr. Wang Hai বক্তব্য প্রদান করেন।

বিএসইসি'র চেয়ারম্যান বলেন, 'আমরা শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ ও চীনের প্রতিনিধিদের শুধু ডিএসইর কৌশলগত অংশীদার বা শেয়ারহোল্ডার নয়, বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করি। এই সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্বসহকারে মূল্যায়ন করি।' তিনি ডিএসই ও শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জের মধ্যে কম্প্রিহেনসিভ গ্যাপ অ্যানালাইসিসের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আইটি অবকাঠামো, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অংশীজনদের সাথে সম্পর্ক ও সমন্বয় রক্ষা এবং প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগের অনুরোধ জানান। বাংলাদেশ ও চীনের পারস্পারিক সহযোগিতায় অনেক অর্জন সম্ভব। তিনি ডিএসই ও শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জের তথা চীনের প্রতিনিধিদলের পারস্পারিক বোঝাপড়ার প্রশংসা করেন। চীনের শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ, সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জ ও চীনের নিয়ন্ত্রক সংস্থা থেকে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্টদের অনেক শিক্ষণীয় রয়েছে বলে–তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের পুঁজিবাজার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল সহাযোগিতায় বিএসইসি প্রস্তুত আছে।

চীনের শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ ও সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিনিধি দলের সাথে কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়সহ অন্যান্য অতিথি

শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জের উপ-মহাপরিচালক ও ডিএসইর পরিচালক Mr. Wang Hai বলেন, কোভিড-পরবর্তী সময়ে পাচঁ বছর পর আমরা বাংলাদেশে এসেছি। এর মাধ্যমে গত সময়ের যোগাযোগের শূন্যতা পূরণ হবে। তিনি বাংলাদেশে চীনের সুষ্ঠু পরিবেশ এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দুই দেশের দুই দল ঘনিষ্ঠভাবে কাজের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি এক্ষেত্রে বিএসইসির পথনির্দেশনা ও সহযোগিতা অভিপ্রায় জানান। তিনি বৈঠকে আলোচিত বিষয়গুলোতে যথাসম্ভব সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

সভায় ডিএসই'র চেয়ারম্যান জনাব মমিনুল ইসলাম বৈঠকে পুঁজিবাজার ও ডিএসই-এর উন্নয়নে ডিএসই'র কৌশলগত অংশীদার তথা চীনের শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ ও সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও রোডম্যাপের বিষয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে ডিএসইর পক্ষে ভি-নেক্সট প্ল্যাটফর্ম ও চীনের বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্টকরণে ক্রস বর্ডার রোড শোসহ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ ও সহায়তার অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া, বৈঠকে পুঁজিবাজারের বিভিন্ন দিক এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

২.৭ পুঁজিবাজারে আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএসইসি'র তাৎক্ষণিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন

২০২৫ সালের ২৯ এপ্রিল বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী, বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব নাজমা মোবারেক, কমিশনার জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী, জনাব মোঃ আলী আকবর, জনাব ফারজানা লালারুখ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্মসচিব ড. দেলোয়ার হোসেন, পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের প্রতিনিধি এবং বিএসইসি'র নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী, বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ ও অন্যান্য

উক্ত সভায় পুঁজিবাজারে আস্থা বৃদ্ধির নিমিত্তে তাৎক্ষণিক কর্ম-পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ নিম্নরূপ:

১. স্টক ইনডেক্সের নিয়মিত নিম্নমুখীতার মূল কারণ উদ্‌ঘাটন: ইন্সট্রুমেন্ট/স্টক ইনডেক্সে অধিক প্রভাবকারীকে বিশ্লেষণপূর্বক মার্কেট সার্ভেইল্যান্সের মাধ্যমে উক্ত মওযুদে সেল প্রেসারের প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা

২. বিনিয়োগ সাক্ষরতা ও বিনিয়োগ সচেতনতার উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ:
- ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে টকশো এবং বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা,
- বিআইসিএম ও বিএএসএমকে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট শিক্ষণীয় ভিডিও তৈরিতে সম্পৃক্তকরণ, এবং
- ফেসবুক ও ইউটিউব ব্যবহারপূর্বক পুঁজিবাজারে ইতিবাচক বার্তা প্রদান এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৩. প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের মাধ্যমে মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্তি:
- পুঁজিবাজারে রাষ্ট্র মালিকানাধীন লাভজনক কোম্পানির শেয়ার অফ-লোডকরণ,
- বহুজাতিক কোম্পানির শেয়ার পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তি, এবং
- টেক্সটাইল ও ফার্মাসিউটিক্যাল খাতের দেশীয় লাভজনক কোম্পানির শেয়ার পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তিকরণ।

৪. অতালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তিতে উৎসাহিতকরণ:
- আকর্ষণীয় করছাড় সুবিধা প্রদান,
- ব্যাংকিং খাত হতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সীমিতকরণ, এবং
- পুঁজিবাজারকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠা।

৫. পুঁজিবাজারের উন্নয়নে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি:

পুঁজিবাজারের উন্নয়নকল্পে দেশের আর্থিক খাতের সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধিপূর্বক সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬. আসন্ন জাতীয় বাজেটে বিনিয়োগকারীদের করছাড় সুবিধার অন্তর্ভুক্তি:
- লভ্যাংশ আয়ে করছাড় সুবিধা প্রদান, এবং
- পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ সম্পর্কিত করছাড় সুবিধা প্রদান।

২.৮ বিএসইসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণের মধ্যকার বৈঠক অনুষ্ঠান

২০২৫ সালের ৩০ এপ্রিল বিএসইসি ভবনে বিএসইসি'র মাল্টিপারপাস হলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং চেয়ারম্যান-কমিশনারগণের মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, কমিশনার জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী, জনাব মোঃ আলী আকবর, জনাব ফারজানা লালারুখ এবং বিএসইসির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী

বৈঠকে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার অনুরোধ জানান। বাংলাদেশের পুঁজিবাজার ও অর্থনীতি তথা জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ রেগুলেটরি সংস্থা হিসেবে বিএসইসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরিপূর্ণ দায়িত্বশীলতা ও শৃঙ্খলার সাথে কাজের সংশ্লিষ্ট বাজারের উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য কাজের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি নিষ্ঠা-সততার সাথে নতুন উদ্যমে কাজের আহ্বান এবং সকলের সহযোগিতায় পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা-বিএসইসি'র কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধির প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। সভায় কমিশনের চেয়ারম্যান-কমিশনারগণ পূর্বের সকল ভুল-ভ্রান্তি ভুলে কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে নতুন উদ্যমে কাজের আহ্বান এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে বিএসইসি'র বিভিন্ন বিষয়ের সুরাহার আশ্বাস প্রদান করেন। চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণের আহ্বানে সাড়া এবং বিএসইসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে কমিশনের সাথে পূর্ণোদ্যম ও শৃঙ্খলার সাথে কাজের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

২.৯ বিএসইসির এবং পুঁজিবাজার অংশীজনদের মধ্যকার সভা আয়োজন

২০২৫ সালের ১৭ মে বিএসইসি ভবনে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং দেশের পুঁজিবাজারের অংশীজনদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, সকল কমিশনার এবং নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, ঢাকা স্টক এক্সেচেঞ্জ পিএলসি, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি, ব্রোকারদের সংগঠন ডিএসই ব্রোকারস অ্যাসোসিয়েশন, মার্চেন্ট ব্যাংকারদের সংগঠন বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ-এর শীর্ষ প্রতিনিধি, ডিএসই'র চেয়ারম্যান জনাব মমিনুল ইসলাম, সিএসই'র চেয়ারম্যান জনাব এ. কে. এম. হাবিবুর রহমান, ডিবিএ'র প্রেসিডেন্ট জনাব সাইফুল ইসলাম, ডিএসই'র পরিচালক জনাব মিনহাজ মান্নান ইমন, ডিএসই'র পরিচালক জনাব শাকিল রিজভী, ডিএসই'র পরিচালক জনাব রিচার্ড ডি. রোজারিও, ডিএসই'র ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সাত্ত্বিক আহমেদ শাহ, ডিবিএ'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মো. সাইফুদ্দিন, বিএমবিএ-এর প্রেসিডেন্ট জনাব মাজেদা খাতুন, আইসিবি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব নিরঞ্জন চন্দ্র দেবনাথ ও আইসিবি'র মহাব্যবস্থাপক জনাব মাহমুদা আক্তারসহ প্রমুখ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় বিএসইসি এবং পুঁজিবাজার অংশীজনের প্রতিনিধিগণ

উক্ত সভায় দেশের পুঁজিবাজারের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় পুঁজিবাজার সম্পর্কে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সাথে অনুষ্ঠত সভা ও নির্দেশনার বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ও অতালিকাভুক্ত কোম্পানির কর হারের ব্যবধান ন্যূনতম ১০ শতাংশ, পুঁজিবাজারে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ আয়ে আরোপিত কর মওকুফ, পরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক নেগেটিভ ইক্যুইটির উত্তোরণ ও স্থায়ী সমাধান, বিও হিসাবে মেইনটেইন্যান্স ফি মওকুফ, ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স মওকুফ, ব্রোকারদের টার্নওভার প্রদত্ত অগ্রিম কর (AIT) হ্রাস, দেশের সুষ্ঠু মৌলভিত্তি সম্পন্ন বৃহৎ দেশীয় কোম্পানি, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি কিংবা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ, সরকারি সিকিউরিটিজের (সংক্ষেপে G-Sec বা Government Securities) নিলাম পুঁজিবাজারের এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মে আনয়ন, সিকিউরিটিজ হাউজে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে গঠনমূলক এবং সমন্বিত গ্রাহক হিসাব হতে প্রাপ্ত আয়ের অর্থের ব্যবহার বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করা হয়। সভায় ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব নিরঞ্জন চন্দ্র দেবনাথ বিনিয়োগকারীদের কল্যাণের স্বার্থে মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহের চলতি অর্থবছরে অর্জিত আয়ের ২০ শতাংশ প্রভিশনিংপূর্বক অবশিষ্ট ৮০ শতাংশ ইউনিটহোল্ডাদের মধ্যে ডিভিডেন্ড হিসেবে বিতরণের প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন।

২.১০ বিশ্বের সর্ববৃহৎ গোবাল কাস্টডিয়ানগুলোর অন্যতম 'The Bank of New York Mellon (BNYM)' ও বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট সাব কাস্টোডিয়ান এইচএসবিসি'র প্রতিনিধিদের সাথে বিএসইসি'র বৈঠক আয়োজন

২২০২৫ সালের ২১ মে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং বিশ্বের সর্ববৃহৎ অন্যতম গ্লোবাল কাস্টডিয়ানগুলোর 'The Bank of New York Mellon (BNYM)' ও বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট সাব কাস্টডিয়ান এইচএসবিসি'র প্রতিনিধিদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, কমিশনার জনাব ফারজানা লালারুখ, BNYM-এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব Ahmed Kassem, এইচএসবিসি বাংলাদেশের হেড অব ফিন্যানশিয়াল ইনস্টিটিউশনস জনাব মনির উদ্দিন, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব এম. নাজমুল হাসান ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব শাইলা আলম ত্রিশা উপস্থিত ছিলেন।

বিএসইসি'র চেয়ারম্যান মহোদয় ও কমিশনারের সাথে 'The Bank of New York Mello' ও বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট সাব কাস্টডিয়ান এইচএসবিসি'র প্রতিনিধিগণ

এই বৈঠকে দেশের পুঁজিবাজারের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন, পুঁজিবাজার বিষয়ে বিএসইসি'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, মার্কেট ওভারসাইট ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়। বিশেষকরে সিসিবিএলকে অপারেশনে আওতাভুক্তি, পুঁজিবাজারের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, সংশ্লিষ্ট আইন-বিধি যুগোপযোগীকরণের পরিকল্পনা, পুঁজিবাজারে টি প্লাস ওয়ান সেটেলমেন্ট চালু ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়। এছাড়া, বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বাজারকে বিশ্বমানের বাজারে রূপান্তর এবং বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে কাস্টডিয়ানদের ভূমিকাকে অধিক উন্নতকরণে দেশের বাজারে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে অধিকতর আগ্রহী প্রসঙ্গ বৈঠকে উত্থাপন করা হয়।

২.১১ বিএসইসি এবং পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের সংগঠনের প্রতিনিধিদের মধ্যে মতবিনিময়-সভা আয়োজন

বিএসইসি'র মাল্টিপারপাস হলে ২০২৫ সালের ২৯ মে বিএসইসি এবং পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের মধ্যকার মতবিনিময়-সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, কমিশনার জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী, জনাব মোঃ আলী আকবর এবং নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় বিনিয়োগকারী সংগঠনগুলোর পক্ষে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় বিনিয়োগকারী সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দ সংশ্লিষ্ট পক্ষে বিভিন্ন প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। এ সময় দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং করণীয়সমূহের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। সভায় পুঁজিবাজারে তারল্য সংকট নিরসনে নতুন ফান্ড আনয়ন ও সরকারের পুঁজিবাজার সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ, অন্যান্য সরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ, ডিভিডেন্ড ট্যাক্স ও ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স মওকুফকরণ, পুঁজিবাজারে ধরন পরিবর্তনের মাধ্যমে বিনিয়োগকারী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা হ্রাস এবং কোম্পানিগুলোকে অধিক দায়বদ্ধকরণ, পুঁজিবাজারে সকল অনিয়ম-কারসাজির বিরুদ্ধে তদন্ত ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, পুঁজিবাজারকে স্থিতিশীলপূর্বক সংস্কার বাস্তবায়ন, পুঁজিবাজারের প্রতি সকলের আস্থা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ, 'বাইব্যাক আইন' বা শেয়ার পুনঃক্রয় আইন চালুর উদ্যোগ গ্রহণ, ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহের অনিয়মসমূহের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বিকাশ ও উন্নয়ন, পুঁজিবাজারে উত্তম বহুজাতিক কোম্পানি এবং সুষ্ঠু মৌলভিত্তিসম্পন্ন সরকারি-বেসরকারি কোম্পানিগুলো তালিকাভুক্তকরণে উদ্যোগ গ্রহণ, গুরুত্ব বিবেচনায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে সংস্কার সাধন, বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, পুঁজিবাজারে অপ্রদর্শিত আয়ের অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান, ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহের আর্থিক বিবরণীর স্বচ্ছতা ও যথার্থতা নিশ্চিতকরণে নিরীক্ষকের দায়িত্ব নিরূপণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণে প্রণোদনা প্রদান, আইসিবি'র বাজার সহায়ক ভূমিকা নিশ্চিতকরণ, পুঁজিবাজারের সকল স্তরে পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণ, পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার সাথে বিনিয়োগকারীদের সংযোগ বৃদ্ধি, বিএসইসিতে পরামর্শ বক্স স্থাপন ও বিভিন্ন সময়ে মতবিনিময় সভা আয়োজন ইত্যাদি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী, বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও কমিশনারবৃন্দ বিনিয়োগকারী সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের বিভিন্ন মতামত এবং প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

সভায় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী এবং পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের সংগঠনের প্রতিনিধিগণ

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী সভায় বলেন, 'সরকার পুঁজিবাজার এবং বিনিয়োগকারীদের প্রতি আন্তরিক। বিনিয়োগকারীদের মতামতসমূহ বিবেচনায় সরকার আগ্রহী। পুঁজিবাজারের উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সমন্বয়ের মাধ্যমে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, আগামী বাজেটে পুঁজিবাজারের জন্য ইতিবাচক এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।' তিনি সকলকে দেশ ও জাতির স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজের আহ্বান জানান। এছাড়া, তিনি পুঁজিবাজারের সকল বিনিয়োগকারীর প্রতিনিধিত্বকারী শীর্ষ (Apex) সংগঠন বা ফোরাম গঠনের অনুরোধ জানান। এই সংগঠন আগামীতে বিনিয়োগকারীদের সাথে সরকার ও বিএসইসির সংযোগ বৃদ্ধিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

সর্বোপরি সরকার ও বিএসইসি'র পক্ষ হতে আশ্বস্ত করা হয়, সভায় পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের সাথে ইতিবাচক আলোচনা এবং বিনিয়োগকারীদের সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের প্রস্তাবনাগুলো বিবেচনার মাধ্যমে আগামীতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। উক্ত সভায় বিনিয়োগকারী সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দ পুঁজিবাজারের উন্নয়নের স্বার্থে কাজের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তারা বিনিয়োগকারীদের সাথে এ ধরনের সংযোগে আগামীতে সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় পুঁজিবাজারের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে বলে—এ মর্মে বিএসইসি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

২.১২ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল-এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠান

২০২৫ সালের ০১ জুন পরিকল্পনা কমিশনে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিএসইসি, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল-এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠান হয়। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে অধিকতর শক্তিশালী এবং পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত সভায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ড. এম. আসলাম আলম ও ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেন ভূইয়া অংশগ্রহণ করেন।

বৈঠকরত মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এবং ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান

সভায় দেশের পুঁজিবাজার, বীমা ও অর্থনীতির উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এতে, বীমা খাতের উন্নয়ন, পুঁজিবাজার ও অর্থনীতির উন্নয়নে বীমা কোম্পানিসমূহের অবদান বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়। এছাড়া, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের আর্থিক বিবরণীর স্বচ্ছতা ও যথার্থতা নিশ্চিতকরণে নিরীক্ষকের দায়িত্ব নিরূপণ ও ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সার্বিকভাবে আর্থিক বিবরণীর মানোন্নয়ন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়।

সভায় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি, আর্থিক বিবরণীর মানোন্নয়ন এবং পুঁজিবাজার, বীমা খাত ও অর্থনীতির উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.১৩ পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত জেড ক্যাটাগরির কোম্পানিসমূহ এবং যেসকল কোম্পানিতে স্পন্সর ও ডিরেক্টরদের যৌথভাবে ৩০ শতাংশের নিচে শেয়ার হোল্ডিং বিদ্যমান সেসকল কোম্পানি 'কর্পোরেট গভার্নেন্স কোড, ২০১৮' পরিপালনপূর্বক স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত স্পষ্টীকরণ সভা আয়োজন

২০২৫ সালের ২৭ মে অনুষ্ঠিত বিএসইসি'র ৯৫৭ তম কমিশন সভার "পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত জেড ক্যাটাগরির কোম্পানিসমূহ এবং যেসকল কোম্পানিতে স্পন্সর ও ডিরেক্টরদের যৌথভাবে ৩০ শতাংশের নিচে শেয়ার হোল্ডিং বিদ্যমান সেসকল কোম্পানি 'কর্পোরেট গভার্নেন্স কোড, ২০১৮' পরিপালনপূর্বক স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ" এ-মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এটি পূর্বে প্রেসবিজ্ঞপ্তি হিসেবে প্রচারিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন গণমাধ্যমে উক্ত বিষয়টিতে প্রচারিত সংবাদে অস্পষ্টতা বা বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়েছে। তদ্‌প্রেক্ষিতে কমিশন উক্ত সিদ্ধান্তটির স্পষ্টীকরণ নিম্নরূপ:

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত জেড ক্যাটাগরির কোম্পানিসমূহ এবং যেসকল কোম্পানিতে স্পন্সর ও ডিরেক্টরদের যৌথভাবে ৩০ শতাংশের নিচে শেয়ার হোল্ডিং বিদ্যমান সেসকল কোম্পানি কর্তৃক 'কর্পোরেট গভার্নেন্স কোড, ২০১৮' পরিপালনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের ব্যবস্থা গৃহীত হবে। অর্থাৎ, 'কর্পোরেট গভার্নেন্স কোড, ২০১৮'-এর বিধান মতে, কোম্পানির নমিনেশন ও রেমুনারেশন কমিটি স্বতন্ত্র পরিচালকের ফিট অ্যান্ড প্রপার ক্রাইটেরিয়া বিবেচনায় স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের জন্য কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরস বরাবর সুপারিশ উপস্থাপন করবে। অতঃপর, কোম্পানি সংশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (বিএসইসি ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক)-এর সম্মতির জন্য প্রেরণ করবে। কর্তৃপক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরসই স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ করবে। পরবর্তীকালে, সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

২.১৪ ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেটের বিষয়ে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের বক্তব্য

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর। জাতির ক্রান্তিলগ্নে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ সফলতার সাথে ২০২৫ সালের ০২ জুন ২০২৫-'২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট এবং অর্থবিল অনুমোদন করেছে; যা প্রশংসনীয়।

২০২৫-'২৬ অর্থবছরের প্রস্তবিত বাজেটে পুঁজিবাজারের জন্য কয়েকটি ইতিবাচক দিক রয়েছে। মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা মহোদয়ের বাজেট বক্তৃতায় পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার পাঁচটি দিক-নির্দেশনার বিষয় গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার এই নির্দেশনায় পুঁজিবাজারে বহুজাতিক কোম্পানির সরাসরি তালিকাভুক্তি এবং নেতৃত্বস্থানীয় দেশীয় সুষ্ঠু মৌলভিত্তি সম্পন্ন কোম্পানির তালিকাভুক্তির বিষয়ের উল্লেখ ছিল। এছাড়া, উক্ত নির্দেশনায় পুঁজিবাজারের প্রয়োজনীয় সংস্কারকল্পে বিদেশি পরামর্শক নিয়োগের উল্লেখ ছিল। এতে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও অনিয়মের ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রসঙ্গ রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, পুঁজিবাজারকে আগামীর অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ভূমিকা পালনে সরকারের নীতি সহায়তা প্রদানে বদ্ধপরিকর।

সরকার পুঁজিবাজারের গুরুত্ব বিবেচনায় উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বাজারে তালিকাভুক্ত ও অতালিকাভুক্ত কোম্পানির মধ্যকার কর্পোরেট করহারের ব্যবধান ৫%–৭.৫%-এ বৃদ্ধি করেছে। ফলে, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি কর্পোরেট করহারে ছাড় পাবেন। এটি দেশি-বিদেশি লাভজনক সুষ্ঠু মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হতে উৎসাহী প্রদান করবে।

প্রস্তাবিত বাজেটে আরেকটি ইতিবাচক দিক রয়েছে। পুঁজিবাজারে কর্মরত ব্রোকারেজ হাউসের লেনদেনে ধার্য কর ০.০৫%–০.০৩%-এ হ্রাস করা হয়েছে। বর্তমানে পুঁজিবাজারের তারল্য সংকট এবং লেনদেনের স্বল্প আয়তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই করছাড়ের ফলে আগামীতে পুঁজিবাজারের লেনদেন বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে–এমন আশা করা যায়।

পুঁজিবাজারে কর্মরত মার্চেন্ট ব্যাংকের করপোরেট করহার ১০% হ্রাস করা হয়েছে। পূর্বে মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোকে ৩৭.৫% হারে কর প্রদান সঙ্গত হতো। এখন যা ২৭.৫%। ফলে, মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো পুঁজিবাজার উন্নয়ন কাজে উৎসাহ পাবে। পুঁজিবাজারের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন মার্চেন্ট ব্যাংক। পুঁজিবাজারের টেকসই উন্নয়নে উৎকৃষ্ট শেয়ারের সরবরাহ বৃদ্ধিতে মার্চেন্ট ব্যাংকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া, পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরই সরকারের উদ্যোগে ২০২৪ সালের ৪ নভেম্বর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার বিক্রি থেকে অর্জিত মূলধনী মুনাফায় (ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স) করহার হ্রাস করা হয়। এ সময় অর্জিত মূলধনী মুনাফাতে সর্বোচ্চ করহার ৩০%–১৫% করা হয়। উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ থেকে স্পষ্ট, সরকার পুঁজিবাজার উন্নয়নের বিষয়ে আন্তরিক।

বিনিয়োগকারীদের কল্যাণ ও সুরক্ষার্থে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রকসংস্থা বিএসইসি ইতোমধ্যে বিনিয়োগকারীদের বিও অ্যাকউন্টে ধার্যকৃত বার্ষিক মেইনটেন্যান্স ফি ৪৫০ টাকা থেকে প্রায় ৭০% হ্রাসপূর্বক ১৫০ টাকা করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমন্বিত গ্রাহক হিসাব হতে অর্জিত সুদের ২৫% ইনেভেস্টর প্রটেকশন ফান্ডে জমারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ফলে, সাধারণ বিনিয়োগকারীরা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবেন।

সর্বোপরি, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী ও বাজার সংশ্লিষ্টদের দীর্ঘদিনের দাবি বিবেচনায় এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্জিত ডিভিডেন্ডে ট্যাক্স মওকুফ এবং এক লক্ষ টাকার উর্ধ্বে অর্জিত ডিভিডেন্ডে ১৫% ট্যাক্স নির্ধারণের মাধ্যমে চূড়ান্ত কর হিসেবে গণ্যের বিষয়টি বাজেটে পুনর্বিবেচনায় সরকারের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হয়।

২.১৫ ঈদুল আজহা ২০২৫-পরবর্তী বিএসইসি'র ঈদ পুনর্মিলনী এবং পুঁজিবাজার অংশীজনদের সাথে ঈদ-শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান

২০২৫ সালের ১৫ জুন ঈদুল আজহা ২০২৫-পরবর্তী প্রথম কর্মদিবস পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্টদের সাথে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও কমিশনার দেশের পুঁজিবাজারের অংশীজন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে বিএসইসি'র মাল্টিপারপাস হলে ঈদ-শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ সময় সিডিবিএল'র চেয়ারম্যান জনাব তপন চৌধুরী, আইসিবি'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু আহমেদ, ডিবিএ'র প্রেসিডেন্ট জনাব সাইফুল ইসলাম, সিএসই'র চেয়ারম্যান জনাব একেএম হাবিবুর রহমান, সিসিবিএল'র চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) মো. ওয়াহিদ উজ জামান (বিএসপি, বার; এনডিসি; এওডব্লিউসি; পিএসসি; টিই, এলপিআর), বিএমবিএ'র প্রেসিডেন্ট জনাব মাজেদা খাতুন, ডিএসই'র ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সাত্বিক আহমেদ শাহসহ ডিএসই'র বোর্ড সদস্যগণ, সিডিবিএল'র ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবদুল মোতালেবসহ সিডিবিএল-এর বোর্ড সদস্যগণ, সিসিবিএল'র বোর্ড সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটসের মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেটের নির্বাহী প্রেসিডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত) জনাব নাজমুছ সালেহীন, বিএসইসি গঠিত পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের সদস্য ডিএসই'র সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে. এ. এম. মাজেদুর রহমান ও হুদা ভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোং-এর জ্যেষ্ঠ অংশীদার এ. এফ. এম. নেসার উদ্দীন, বিএসইসি'র পুঁজিবাজার অনুসন্ধান ও তদন্ত কমিটির সদস্য আর্থিক খাত বিশেষজ্ঞ জনাব জিয়া ইউ আহমেদ ও এনবিআর-এর সাবেক সদস্য জনাব মোঃ শফিকুর রহমান, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজ-এর শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ, ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্টস ফোরামের (সিএমজেএফ) সভাপতি গোলাম সামদানী ভূঁইয়া ও সাধারণ সম্পাদক আবু আলীসহ দেশের পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

ঈদুল আজহা ২০২৫-পরবর্তী বিএসইসি'র ঈদ পুনর্মিলনী এবং পুঁজিবাজার অংশীজনগণ ও কমিশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদগণের ঈদ-শুভেচ্ছা অনুষ্ঠান

দুপুর ১২:০০ ঘটিকায় বিএসইসি এবং পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের মধ্যে পৃথক ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিনিয়োগকারীদের সংগঠনগুলোর পক্ষে সংগঠনগুলোর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

একই দিন দুপুর ২:৩০ ঘটিকায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর অংশগ্রহণে বিএসইসি'র ঈদ-পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, কমিশনার জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী, জনাব মোঃ আলী আকবর ও জনাব ফারজানা লালারুখ-সহ বিএসইসি'র সকল গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। ঈদ-পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও কমিশনার মহোদয়গণ বিএসইসি'র সকল গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাথে ঈদ-শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

২.১৬ পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে 'Compliance of Securities Markets' সেমিনার অনুষ্ঠান

২০২৫ সালের ১৮ জুন বিএসইসি ভবনের মাল্টিপারপাস হলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের উদ্যোগে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে 'Compliance of Securities Markets' সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ (ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক/কোম্পানি সচিব/সিইও/সিএফও) উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ার বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ জুম লিংকের মাধ্যমে সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এতে বিএসইসি'র পরিচালক জনাব মোঃ আবুল কালাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে 'Compliance of Securities Markets' সেমিনার আয়োজন

এই সেমিনারে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এতে কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ, সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলিসহ নানা বিষয় উপস্থাপন করা হয়। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দও সেমিনারে কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। সর্বোপরি, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানীসমূহের কমপ্লায়েন্স জোরদারকল্পে কোম্পানিসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সুশাসন নিশ্চিতকরণের প্রসঙ্গ সেমিনারে আলোচনা হয়।

বিএসইসি রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং পুঁজিবাজারে কর্মরত পেশাজীবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানে আগ্রহী। যার ধারাবাহিকতায় বিএসইসি পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৩৫৯টি কোম্পানির শীর্ষ প্রতিনিধির সমবায়ে সেমিনার আয়োজন করছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ৩০১টি কোম্পানির শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে এ ধরনের ৫টি সেমিনার এবং বর্তমান অর্থবছরে ৫৮টি কোম্পানির শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে আরেকটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং পুঁজিবাজারে কর্মরত পেশাজীবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিএসইসির এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। যার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও কোম্পানির শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয় বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে আগামীতে পুঁজিবাজারে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন বৃদ্ধি পাবে—সভায় এক্ষেত্রে আশা ব্যক্ত করা হয়।

২.১৭ পুঁজিবাজারের উন্নয়নে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিএসইসি'র বৈঠক আয়োজন

২০২৫ সালের ১৯ জুন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিএসইসির মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার মতিঝিলস্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুরের সভাপতিত্বে দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় বৈঠক শুরু হয়। এই বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর, ডেপুটি গভর্নর ড. মো. হাবিবুর রহমান, এই ব্যাংকের গভর্নরের উপদেষ্টা জনাব মোঃ আহসান উলাহসহ উপর্যুক্ত ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিজি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, কমিশনার জনাব ফারজানা লালারুখ ও বিএসইসির শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বৈঠকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের গুরুত্বপুর্ণ উৎস হিসেবে পুঁজিবাজারের সম্ভাবনাকে ফলপ্রসূকরণে আলোচনা হয়েছে। এ সময় পুঁজিবাজার থেকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন তথা পুঁজি উত্তোলনের সুযোগকে প্রাধান্য দ্বারা দেশের অর্থনীতিতে ব্যাংক ঋণের মাত্রাতিরিক্ত চাপ ও ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতের বিষয়টি সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় পুঁজিবাজার হতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নে পুঁজি সরবরাহে অনুসৃত পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া, দেশে প্রাণবন্ত বন্ড মার্কেট প্রতিষ্ঠা এবং উক্ত মার্কেটের তারল্য বৃদ্ধির প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। একইসাথে উক্ত বিষয়গুলোর জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সিকিউরিজি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রতিনিধির সমন্বয়ে যৌথ কমিটি গঠনের বিষয়ে বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমন্বিত ও যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে আগামীতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের প্রধান উৎস হিসেবে পুঁজিবাজারকে সম্পূর্ণরূপে বিকাশের পরে দেশের পুঁজিবাজারের সাথে সামগ্রিক অর্থনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব হবে। সর্বোপরি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে উক্ত বৈঠকে ফলপ্রসূ এবং গঠনমূলক আলোচনা করা হয়।

বৈঠকরত বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিএসইসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ১১ মে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের সভাপত্বিত্বে পুঁজিবাজারের সঠিক অবস্থা পর্যালোচনা এবং উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিএসইসি'র চেয়ারম্যানসহ মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা পুঁজিবাজারের উন্নয়নে পাঁচটি নির্দেশনা প্রদান করেন। তন্মধ্যে, 'দেশের বৃহৎ কোম্পানিসমূহ দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের পরিবর্তে পুঁজিবাজারে বন্ড বা শেয়ারের পরিবর্তে পুঁজি সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ' অন্যতম।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা অনুসারে ইতোমধ্যে পুঁজিবাজারের উন্নয়নের জন্য বিএসইসি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করেছে।

২.১৮ পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বীমা কোম্পানীসমূহের শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে ‘Compliance of Securities Markets’ সেমিনার অনুষ্ঠান

২০২৫ সালের ২৫ জুন বিএসইসি ভবনের মাল্টিপারপাস হলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের উদ্যোগে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বীমা কোম্পানিসমূহের শীর্ষ প্রতিনিধির সমন্বয়ে ‘Compliance of Securities Market৫’ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, সিটি ইন্স্যুরেন্স পিএলসি, চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স পিএলসি, ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, ঢাকা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স পিএলসি, এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, গোবাল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স পিএলসি, ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, কর্ণফুলী ইন্স্যুরেন্স পিএলসি, মেঘনা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি, নিটল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, নর্দার্ন ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, পিপলস ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি, প্রাইম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, পূরবী জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, রূপালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, সিকদার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, সেনা ইন্স্যুরেন্স পিএলসি, সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ও ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের শীর্ষ প্রতিনিধি (ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক/কোম্পানি সচিব/সিইও/সিএফও) উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, দেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বীমা কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ জুম লিংকের মাধ্যমে উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বীমা কোম্পানীসমূহের শীর্ষ প্রতিনিধির অংশগ্রহণে ‘Compliance of Securities Markets’ সেমিনার অনুষ্ঠান

এই সেমিনারে বিএসইসির পরিচালক জনাব মোঃ আবুল কালাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এতে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বীমা কোম্পানিসমূহের কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ, নিয়মাবলি, কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলির আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব সিকিউরিটিজ কমিশনস (IOSCO)-এর নীতি অনুসারেই পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক যথাসময়ে ও সঠিকভাবে ডিসক্লোজার প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তালিকাভুক্ত কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ সুষ্ঠুভাবে ডিসক্লোজার প্রদান করলে সেটি বিনিয়োগকারীদের ভালো বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সেমিনারে কোম্পানিসমূহকে নিয়মাফিক ডিসক্লোজার প্রদানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়। সর্বোপরি, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের কমপ্লায়েন্স জোরদারকল্পে কোম্পানিসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সুশাসন নিশ্চিত প্রসঙ্গে উক্ত সেমিনারে আলোচনা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীগণ বীমা কোম্পানিসমূহের শীর্ষ প্রতিনিধি সেমিনারে কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং অভিজ্ঞতার কথা জানান।

সর্বোপরি, বিএসইসি রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং পুঁজিবাজারে কর্মরত পেশাজীবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। যার ধারাবাহিকতায় বিএসইসি এ বছর পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৩৫৯টি কোম্পানীর শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দের সমবায়ে পুঁজিবাজারের কমপ্লায়েন্স বিষয়ে সফলভাবে ৬টি সেমিনার-কর্মশালা আয়োজন করেছে। রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং পুঁজিবাজারে কর্মরত পেশাজীবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিএসইসির এরূপ উদ্যোগ ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। যার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও কোম্পানীর শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয় বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে আগামীতে পুঁজিবাজারে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

২.১৯ বিএসইসি এবং পুঁজিবাজারের অংশীজনদের মধ্যকার মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান

২০২৫ সালের ২৬ জুন বিএসইসি'র মাল্টিপারপাস হলে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং পুঁজিবাজারের অংশীজনদের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, কমিশনার জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী, জনাব মোঃ আলী আকবর, জনাব ফারজানা লালারুখ, সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পুঁজিবাজার অংশীজন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই)-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোমিনুল ইসলাম, ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডিবিএ)-এর সভাপতি জনাব সাইফুল ইসলাম, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব নিরঞ্জন চন্দ্র দেবনাথ, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মো. আবদুল মোতালেব, সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিসিবিএল)-এর বাবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আ. স. ম. খায়রুজ্জামান, বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএমবিএ)-এর সভাপতি জনাব মাজেদা খাতুন, ডিএসই'র পরিচালক জনাব মিনহাজ মান্নান ইমন, ডিএসই'র ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সাত্বিক আহমেদ শাহ, ভিআইপিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির সিইও জনাব শহীদুল ইসলাম, দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)'র কাউন্সিল সদস্য জনাব সাব্বির আহমেদ, পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের সদস্য জনাব মাজেদুর রহমান, ডিবিএ'র জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি জনাব মো. সাইফুদ্দিন, বিএমবিএ'র ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব রিয়াদ মতিন, বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটস (বিএএসএম)-এর মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম)-এর কোম্পানি সচিব জনাব এ. এস. এম. সায়েম, বিএসইসির নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ ও পরিচালকবৃন্দ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বিএসইসি এবং পুঁজিবাজারের অংশীজনদের মধ্যকার সমন্বয় সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

সভায় পুঁজিবাজারের অংশীজনদের সাথে পুঁজিবাজারের বর্তমান পরিস্থিতিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করা হয়। সভার শুরুতে বিএসইসির চেয়ারম্যান মহোদয় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা অনুযায়ী পুঁজিবাজারের উন্নয়নে গৃহীত উদ্যোগ এবং পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স'র সুপারিশ ও তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, পুঁজিবাজারের অংশীজনদের বিভিন্ন প্রস্তাবনার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণসহ পুঁজিবাজারের টেকসই উন্নয়ন ও সংস্কারের অগ্রগতির প্রসঙ্গ উপস্থাপন করা হয়।

সভায় বিভিন্ন বিষয় যথা: পুঁজিবাজারে সুষ্ঠু মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানি তালিকাভুক্তকরণ, পুঁজিবাজারে করছাড়ের সুবিধা বৃদ্ধি, মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের উন্নয়ন, স্টক এক্সচেঞ্জসহ পুঁজিবাজার অংশীজন প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরকারি নীতি সহায়তা ও নীতির স্থিতিস্থাপকতা বা ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরণ, পুঁজিবাজার ও আইপিও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় ইস্যু ম্যানেজার ও নিরীক্ষকদের ভূমিকা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিতকরণ, সিসিবিএল-এর বাস্তবায়ন, পুঁজিবাজারের বিদ্যমান বাজার কাঠামোর আধুনিকায়ন, নেগেটিভ ইক্যুইটির সমাধান, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ট্রেজারি বন্ডের প্রাইমারি অকশন চালু, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ট্রেজারি বন্ডের সেকেন্ডারি লেনদেন সহজীকরণ, কর্পোরেট বন্ড মার্কেটের উন্নয়ন ও এর তারল্য বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ, পুঁজিবাজারে অনিয়ম ও কারসাজি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, সর্বস্তরে বিনিয়োগ শিক্ষার প্রসার ও বিকাশ, পুঁজিবাজার উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট গবেষণাকে উৎসাহিতকরণ ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি ইত্যাদি উপস্থাপনের জন্য আলোচনা করা হয়।

বিএসইসি'র পক্ষে পুঁজিবাজারের টেকসই সংস্কার ও উন্নয়নের স্বার্থে আইন সংক্রান্ত সংশোধনসমূহ অন্যান্য পদক্ষেপ দ্রুত বাস্তবায়নের আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি পুঁজিবাজারের বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত এবং প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য বাজার অংশীজনদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, আগামীতেও পুঁজিবাজারের অংশীজনদের সাথে বিএসইসির মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন অব্যাহত এবং সর্বাপরি, বিএসইসি ও পুঁজিবাজারের অংশীজনদের মাঝে সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় অংশ

৩. ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরি রিফর্মস অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স

সিএমআরআরসি বিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপ :

১. পুঁজিবাজার সংক্রান্ত আইনের খসড়া প্রস্তুতপূর্বক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ;
২. পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন;
৩. পুঁজিবাজার ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে পর্যায়ক্রমে আদেশ, নির্দেশনা ও প্রজ্ঞাপন জারি;
৪. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত পুঁজিবাজার সম্পর্কিত প্রশ্নের খসড়া জবাব প্রস্তুত;
৫. সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে অনুষ্ঠিত পুঁজিবাজার সম্পর্কিত সভার কার্যপত্র প্রস্তুত এবং সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
৬. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ দপ্তর হতে প্রেরিত খসড়া আইন সম্পর্কে মতামত প্রদান।

সিএমআরআরসি বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত সংশোধনী/আদেশ/নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রম	বিষয়	শ্রেণিবিভাগ	সূত্র
১.	শরীয়াহ অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত মনোনয়ন কমিটি বাতিল প্রসঙ্গে	আদেশ	বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০২১-৩৯৮/৮৬ তারিখ: ২৯ মে ২০২৫
২.	শারীয়াহ অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল পুনর্গঠনের লক্ষ্যে কমিশনের আদেশ নং BSEC/CMRRCD/2009-193/60, তারিখ ২৮ মে ২০২৩ রহিতকরণ সংক্রান্ত	আদেশ	বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০২১-৩৯৮/৮৭ তারিখ: ২৯ মে ২০২৫
৩.	Securities and Exchange Rules, 2020-এর বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) এর সংশোধনের প্রস্তাব বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের জন্য প্রেরণ	প্রজ্ঞাপন	বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০২১ -৮০(২য় খণ্ড) /৮৮/পিআরডি/১৫৪ তারিখ: ০১ জুন ২০২৫
৪.	Consolidated Customers' Account থেকে প্রাপ্ত সুদের আয় গ্রাহকদের মধ্যে বণ্টনের নির্দেশনা বাতিল সংক্রান্ত	নির্দেশনা	বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০০১-৮০/৮৯ তারিখ: ০১ জুন ২০২৫
৫.	শরীয়াহ অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচনের জন্য গঠিত মনোনয়ন/বাছাই কমিটি সংক্রান্ত আদেশ	আদেশ	বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০২১-৩৯৮/৯০ তারিখ: ০৪ জুন ২০২৫
৬.	Chittagong Stock Exchange (Commodity Derivatives) Regulations, 2025 অনুমোদন এবং গেজেটে প্রকাশের জন্য চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসিতে প্রেরণ	প্রবিধান	বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০২১-৪৩৯/৩১ তারিখ: ২৯ জুন ২০২৫

৪. কর্পোরেট ফাইন্যান্স

পুঁজিবাজার দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কমিশনের কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ পাবলিক ইস্যু এবং প্রাইভেট পেসমেন্টের মাধ্যমে ইক্যুইটি এবং ডেট সিকিউরিটিজ ইস্যুর অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে। এরূপ কাজ কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে। এই বিভাগ তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহকে রাইটস শেয়ার ইস্যু ও প্রাইভেট অফারের মাধ্যমে শেয়ার ইস্যু এবং স্বল্প মূলধনী কোম্পানিসমূহের কোয়ালিফাইড ইনভেস্টর অফারের মাধ্যমে শেয়ার ইস্যুর অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত কাজও এ বিভাগ সম্পন্ন করে। নিম্নবর্ণিত বিধিমালার অধীনে উপযুক্ত বিবেচিত হলে কমিশন মূলধন উত্তোলনের ক্ষেত্রে সম্মতি প্রদান করে:

- ➤ Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001
- ➤ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সম্পদভিত্তিক সিকিউরিটিজ ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৪
- ➤ Securities and Exchange Commission (Rights Issue) Rules, 2006
- ➤ Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015
- ➤ Bangladesh Securities and Exchange Commission (Debt Securities) Rules, 2021
- ➤ Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Companies) Rules, 2022
- ➤ নোটিফিকেশন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/৪৬/এডমিন১৩৮, তারিখ: ০৩ অক্টোবর ২০২২

ইস্যু অব ক্যাপিটাল

Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001-এর অধীনে ০১ এপ্রিল–৩০ জুন ২০২৫ সময়কালে কমিশন ০২ (দুই) টি কোম্পানিকে ২.৫৭ কোটি টাকা মূলধন বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করেছে। যার বিভাজন নিম্নরূপ:

মূলধন উত্তোলনের মাধ্যম	কোম্পানি সংখ্যা	পরিমাণ (কোটি টাকা)
ইস্যু অব ক্যাপিটাল (মার্জার এবং টেকওভার)	১	০.১৯
ইস্যু অব ক্যাপিটাল (প্রেফারেন্স শেয়ার)	১	২.৩৮
মোট	**২**	**২.৫৭**

রাইটস ইস্যু

Securities and Exchange Commission (Rights Issue) Rules, 2006-এর অধীনে ০১ এপ্রিল–জুন ৩০ ২০২৫ সময়কালে কমিশন ০১ (এক) টি কোম্পানিকে রাইটস ইস্যুর মাধ্যমে ৩০২.৮২ কোটি টাকা মূলধন বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করেছে।

তালিকাভুক্ত কোম্পানির বোনাস শেয়ার ইস্যু

Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001-এর ০১ এপ্রিল–৩০ জুন ২০২৫ সময়কালে কমিশন বিধি ৩ এবং নোটিফিকেশন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/৪৬/এডমিন/১৩৮, তারিখ: ০৩ অক্টোবর ২০২৪-এর অধীনে ০৬ (ছয়) টি তালিকাভুক্ত কোম্পানিকে বোনাস শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে মোট ৪১০.৫৬ কোটি টাকার মূলধন বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করেছে। যার বিভাজন নিম্নরূপ:

ক্রম	কোম্পানির নাম	বিবরণ (আইপিও/আরপিও/ কিউআইও/বন্ড/প্রেফারেন্স শেয়ার/বোনাস শেয়ার/ ইস্যু অফ ক্যাপিটাল)	সম্মতিপত্র জারির তারিখ	টাকার পরিমাণ	ধরন (কৃষি/ব্যাংক/বীমা/ অন্যান্য)
০১	অগ্রণী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লি.	বোনাস শেয়ার	২৭.০৫.২০২৫	২,০৩,৮৭,৯৪০	বীমা
০২	মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি	বোনাস শেয়ার	২০.০৫.২০২৫	৯৮,৩১,১৯,৭৪৬	ব্যাংক
০৩	ব্রাক ব্যাংক পিএলসি	বোনাস শেয়ার	২০.০৫.২০২৫	২২১,২১,৪০,১৮০	ব্যাংক
০৪	মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি	বোনাস শেয়ার	২০.০৫.২০২৫	১৯,১৯,০০,৯২০	ব্যাংক
০৫	আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসি	বোনাস শেয়ার	২০.০৫.২০২৫	১৯,৪৮,২৩,০৬২	ফিন্যান্স
০৬	ঢাকা ব্যাংক পিএলসি	বোনাস শেয়ার	২৯.০৬.২০২৫	৫০,৩৩,০১,১১৯	ব্যাংক
মোট				**৪১০,৫৬,৭২,৯৭৬**	

৫. নিবন্ধন

নিবন্ধন ও লাইসেন্সিং বিভাগ স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, অনুমোদিত প্রতিনিধি, মার্চেন্ট ব্যাংকার, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি, সম্পদ ব্যবস্থাপক, ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী, ফান্ড ম্যানেজার, ট্রাস্টি, কাস্টডিয়ান, বাজার সৃষ্টিকারীর সনদ প্রদান এবং নবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম সম্পাদন করে। এছাড়া, স্টক ব্রোকারের ডিজিটাল বুথ এবং স্টক ব্রোকার ও মার্চেন্ট ব্যাংকারের শাখা খোলার অনুমোদন প্রদান করে। ২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়কালে নিবন্ধন বিভাগ সম্পাদিত কার্যাবলি নিম্নরূপ:

ক্রম	ইস্যুকৃত সনদের ধরন	সংশ্লিষ্ট আইনের নাম	ইস্যুকৃত সনদ সংখ্যা	নবায়নকৃত সনদ সংখ্যা	স্টক ব্রোকারের শাখা অফিস খোলার অনুমোদন	স্টক ডিলার/স্টক ব্রোকার ও মার্চেন্ট ব্যাংকের অফিস স্থানান্তর/নাম পরিবর্তন
১	স্টক ডিলার (ডিএসই)	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০	-	৬৩	-	১টি স্টক ডিলার সনদ বাতিল
	স্টক ব্রোকার (ডিএসই)	-ঐ-	-	৬৬	-	১টি স্টক ব্রোকার সনদ বাতিল
২	স্টক ডিলার (সিএসই)	-ঐ-	-	৫৯	-	১টি স্টক ডিলার সনদের নাম পরিবর্তন ও ১টি সনদের নবায়ন স্থগিত
	স্টক ব্রোকার (সিএসই)	-ঐ-	-	৬৭	-	১টি স্টক ব্রোকার সনদের নাম পরিবর্তন ও ১টি সনদের নবায়ন স্থগিত
৩	অনুমোদিত প্রতিনিধি (ডিএসই)	-ঐ-	-	২০০	-	-
৪	অনুমোদিত প্রতিনিধি (সিএসই)	-ঐ-	২৫	২৬	-	-
৫	মার্চেন্ট ব্যাংক	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬	-	১৮	১টি স্টক মার্চেন্ট ব্যাংকের নাম পরিবর্তন	-
৬	সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩	-	০১	-	-
৭	ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী	ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩	-	১০৯	১টি ডিপির নাম পরিবর্তন	-
৮	ডেট সিকিউরিটিজের জন্য ট্রাস্টি	Bangladesh Securities and Exchange Commission (Debt Securities) Rules, 2021	-	০১	-	-
৯	ট্রাস্টি	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১	-	০২	-	-
১০	মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর কাস্টডিয়ন	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১	-	০২	-	-
১১	ডিজিটাল বুথের অনুমোদন	ডিরেকটিভের তারিখ ১৩ ডিসেম্বর ২০২০	০৪	-	১টি বুথ স্থানান্তরের অনুমোদন প্রদান	-

৬. মার্কেট সার্ভেইল্যান্স অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স

সার্ভেইল্যান্স কার্যক্রম

পুঁজিবাজারের স্বাভাবিক গতি ও প্রকৃতি প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনো অনিয়ম, অসামঞ্জস্যপূণ কার্যকলাপ বা অস্বাভাবিক ট্রেডিং প্যাটার্ন শনাক্তকরণে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ক্রমাগত সিকিউরিটিজ মার্কেট পর্যবেক্ষণ করে। তন্মধ্যে সিকিউরিটিজ মূল্যের গতিবিধি, ট্রেডিং ভলিউম, অর্ডার প্রবাহ ও মূল্য সংবেদনশীল তথ্যসমূহ অন্যতম। সার্ভেইল্যান্স বিভাগ বাজারের গতিবিধি সক্রিয় তদারকিসহ অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন লেনদেন বিশ্লেষণ করে। সার্ভেইল্যান্স বিভাগ সিকিউরিটিজ আইনের সম্ভাব্য লঙ্ঘন, বাজার কারসাজি, ইনসাইডার ট্রেডিং, পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা ক্ষুণ্নকারী, অন্যান্য প্রতারণামূলক কার্য পর্যবেক্ষণ এবং পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ও স্বার্থ সংরক্ষণে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সার্ভেইল্যান্স অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১.০ পুঁজিবাজার পর্যবেক্ষণ ও তদারকি

দৈনন্দিন বাজার তদারকির অংশ হিসেবে পুঁজিবাজারের অনিয়ম, সন্দেহজনক লেনদেন ও অসদাচরণ অনুসন্ধানে 'ইনস্ট্যান্ট ওয়াচ মার্কেট সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম'-এর মাধ্যমে সিকিউরিটিজ মূল্যের গতিবিধি, ট্রেডিং ভলিউম এবং অর্ডার প্রবাহ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ করা।

২.০ তথ্যের বুদ্ধিদীপ্ত কার্যক্রম

বাজারের অনিয়ম ও সন্দেহজনক লেনদেনের ৩৬০ ডিগ্রি পর্যবেক্ষণ ও গভীরতা নিরীক্ষার জন্য 'ইনস্ট্যান্ট ওয়াচ মার্কেট' সিস্টেমের 'বিজনেস ইন্টেলিজেন্স', স্টেকহোল্ডারদের ওয়েবসাইট, প্রাসঙ্গিক সংবাদ ও প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্যসমূহের বিচক্ষণ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৩.০ তদন্ত ও অনুসন্ধান কার্যক্রম

সার্ভেইল্যান্স বিভাগ সন্দেহজনক ও কারসাজিমূলক লেনদেন প্রাথমিকভাবে নির্বাচনের পর তা বিশদভাবে চিহ্নিতকরণে প্রমাণ সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করে। অতপর, কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে বিএসইসি হতে অথবা স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে তদন্ত অথবা অনুসন্ধানপূর্বক উল্লেখযোগ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণার্থে সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা। এপ্রিল-জুন ২০২৫ সময়কালে ডিএসই বরাবর নিম্নোক্ত তালিকাভুক্ত কোম্পানির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘন সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য জারিকৃত আদেশসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	সংশ্লিষ্ট কোম্পানির নাম/বিষয়	তদন্তকারী স্টক এক্সচেঞ্জ	আদেশ জারির তারিখ
১	বিডি পেইন্টস লিমিটেড	ডিএসই	১৬ এপ্রিল ২০২৫
২	স্টার অ্যাডহেসিভস লিমিটেড	ডিএসই	৩০ এপ্রিল ২০২৫
৩	দেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ডিএসই	১২ মে ২০২৫
৪	প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	ডিএসই	১২ মে ২০২৫
৫	বিভিন্ন শেয়ার একই বিনিয়োগকারীদের মধ্যে লেনদেন সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন	ডিএসই	১৯ মে ২০২৫
৬	আগ্নি সিস্টেমস লিমিটেড	ডিএসই	০৪ জুন ২০২৫
৭	ক্যাপিটেক গ্রামীণ ব্যাংক গ্রোথ ফান্ড	ডিএসই	০৪ জুন ২০২৫
৮	এস. আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস লিমিটেড	ডিএসই	১৫ জুন ২০২৫
৯	জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনস লিমিটেড	ডিএসই	১৮ জুন ২০২৫
১০	অ্যাপোলো ইস্পাত কমপ্লেক্স লিমিটেড	ডিএসই	১৮ জুন ২০২৫

৪.০ অংশীজন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার মধ্যে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত সভা

এপ্রিল-জুন ২০২৫ সময়কালে পুঁজিবাজারে তদারকি, সুষ্ঠু লেনদেন, উন্নয়ন ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা তৈরির লক্ষ্যে সার্ভেইল্যান্স বিভাগ পুঁজিবাজার অংশীজন অর্থাৎ স্টক এক্সচেঞ্জ ও বাজার মধ্যস্থাকারীদের সাথে নিম্নলিখিত সভার আয়োজন করে:

ক্রমিক	সভার আলোচ্যসূচি	অংশগ্রহণকারী	সভার তারিখ
১	ডিএসই কর্তৃক সম্পাদিত অনুসন্ধান কার্যক্রম পদ্ধতি এবং সাম্প্রতিক সময়ে ডিএসই কর্তৃক জমাকৃত বিভিন্ন অনুসন্ধান প্রতিবেদন সম্পর্কে ডিএসইর ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান	সার্ভেইল্যান্স বিভাগ এবং ডিএসইর ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট বিভাগের প্রতিনিধিগণ	১৮ জুন ২০২৫

৭. সুপারভিশন অব মার্কেট অ্যান্ড মার্কেট ইন্টারমিডিয়ারিজ

সিকিউরিটিতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ তথা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি এবং সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়নে সুপারভিশন অব মার্কেট অ্যান্ড মার্কেট ইন্টারমিডিয়ারিজ (এসএমএমআই) বিভাগ স্টক ডিলার/স্টক ব্রোকার, ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি), মার্চেন্ট ব্যাংকার্স, সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি, সম্পদ ব্যবস্থাপক ইত্যাদি বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিপালনীয় কার্যাদির তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই বিভাগ বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ সংক্রান্ত কাজ করে। ২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়কালে এই বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

ক. বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ নিষ্পত্তি

এসএমএমআই বিভাগ পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ আইনানুগভাবে নিষ্পত্তি করে। ২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে বিনিয়োগকারীরা কাস্টমার কমপেইন্ট অ্যাড্রেস মডিউল (সিসিএএম) ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই যেকোনো স্থান থেকে অনলাইনে অভিযোগ দাখিল এবং উক্ত অভিযোগের বর্তমান অবস্থা অনলাইনে অবহিত হন। সিসিএএম-এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণ কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

অভিযোগ দাখিলকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম	অভিযোগ প্রাপ্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন
স্টক ব্রোকার / স্টক ডিলার	৩৪	১৫	১৯
মার্চেন্ট ব্যাংক	১	১	-
সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি	২	-	২
সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান	-	-	-
সিডিবিএল	৭	৪	৩
মোট	**৪৪**	**২০**	**২৪**

সিসিএএম-এর মাধ্যমে অভিযোগ দাখিলের পাশাপাশি বিনিয়োগকারীগণ কর্তৃক কমিশনে লিখিতভাবে দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ নিম্নরূপ:

অভিযোগ দাখিলকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম	পূর্বে অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	বর্ণিত সময়ে অভিযোগ প্রাপ্তি	মোট অভিযোগ	ডিএসই ও সিএসইতে প্রেরণ	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	সিসিএএম-এ আপলোডকৃত	প্রক্রিয়াধীন
স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার	-	৪৬	৪৬	৪৪	-	১	১

খ. দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদন সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ

কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (ডিএসই) এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই) সংশ্লিষ্ট ট্রেকহোল্ডার কোম্পানিসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা এবং কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেছে। গৃহীত পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়কালে এসএমএমআই বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

পরিদর্শন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান	পূর্ব-পরীক্ষাধীন প্রতিবেদন সংখ্যা	বর্ণিত সময়ে গৃহীত প্রতিবেদন সংখ্যা	মোট প্রতিবেদন সংখ্যা	এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	এসআরআই বিভাগ কর্তৃক সতর্কপত্র প্রেরণ	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন
ডিএসই	-	১১	১১	৬	-	৩	২
সিএসই	-	১	১	১	-	-	-
মোট	-	১২	১২	৭	-	৩	২

গ. ট্রেকহোল্ডার কোম্পানি কর্তৃক দাখিলকৃত নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষা

এসএমএমআই বিভাগ স্টক এক্সচেঞ্জের সহযোগিতায় ট্রেকহোল্ডার কোম্পানি কর্তৃক দাখিলকৃত নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষা করে। ২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়কালে ট্রেকহোল্ডার কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষা সংক্রান্ত সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

কাজের বিবরণ	সংশ্লিষ্ট ট্রেকহোল্ডার কোম্পানি সংখ্যা	
	সিএসই	ডিএসই
স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক ট্রেকহোল্ডার কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষা	১৫	১০
স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ট্রেকহোল্ডার কোম্পানির সাথে সভা অনুষ্ঠান	-	২৫

৮. এনফোর্সমেন্ট

সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগ পুঁজিবাজারে আইন অমান্য/লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক অর্থদণ্ড আরোপসহ অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সিকিউরিটিজ আইনের আওতায় পরিদর্শন ও তদন্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। পরিদর্শন/তদন্ত প্রতিবেদনে সিকিউরিটিজ আইন পরিপালন না-করা সংক্রান্ত প্রাপ্ত প্রদিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ আইনের বিধান অনুসারে ইস্যুয়ার ও পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা ও শুনানি সম্পন্নপূর্বক কমিশনের নিকট উপস্থাপন করা হয়। কমিশন সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী অভিযুক্তকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার কারণে ইস্যুয়ার কোম্পানি, স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, অনুমোদিত প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যের বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক ২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়কালে গৃহীত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রম	বিবরণ	জরিমানা	সতর্কীকরণ	নিষ্পত্তিকরণ	মোট
১	ইস্যুয়ার কোম্পানি/পরিচালক	০	৪	১	০৫
২	স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার/অনুমোদিত প্রতিনিধি	৭	২৪	০	৩১
৩	মার্চেন্ট ব্যাংকার	০	২	০	০২
৪	চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস	০	৩	০	০৩
৫	বিনিয়োগকারী	১২	০	০	১২
৬	অন্যান্য	০	৩৫	৩	৩৮
	সর্বমোট	**১৯**	**৬৮**	**৪**	**৯১**

৯. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/ওয়েবিনার/সভা/সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণের নিমিত্ত যাবতীয় কাজ নিম্নরূপ:

ক্রম	কার্যক্রম	বিবরণ
০১.	পুঁজিবাজার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংস্থার ভার্চুয়াল ও আয়োজকের অর্থায়নে আয়োজিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা	নিম্নোক্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ: ক. ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) কর্তৃক Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA)-এর সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজিত 'ISCA's Illustrative Sustainability Report' সম্পর্কিত ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, যেখানে GRI মানদণ্ডের পাশাপাশি জলবায়ু সম্পর্কিত রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক IFRS S1 and IFRS S2-এর গ্রহণ ও প্রয়োগ বিষয়ে আলোকপাত; খ. IOSCO কর্তৃক এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য আয়োজিত 'Climate Risks & Capital Market: Addressing Transition Finance, Data Gaps & Regulatory Challenges' ওয়েবিনার; গ. যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত '31st Annual International Institute for Securities Market Growth and Development' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ; ঘ. IOSCO কর্তৃক এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য আয়োজিত 'Staying Ahead of Scams: Smarter Tools, Stronger Coordination' ওয়েবিনার; এবং ঙ. IMF ও SARTTAC কর্তৃক ভারতের নয়াদিল্লিতে আয়োজিত 'Fintech Market Development and Policy Implication' প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।
০২.	আন্তর্জাতিক সংস্থা হতে প্রাপ্ত Query ও Survey-এর প্রাসঙ্গিকতা যাচাইপূর্বক অংশগ্রহণ	ক. 'Financial Inclusion and Fintech Initiatives in Emerging Markets' বিষয়ক Surveyতে ইনপুট/তথ্য প্রদান।
০৩.	বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপন	ক. কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক কাতারে অনুষ্ঠিত IOSCO-এর বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণ; খ. কমিশনের সাথে কাজাখস্তানের আস্তানা ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস অথোরিটি এবং মরিশাসের ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কমিশনের প্রস্তাবিত খসড়া MoUসমূহ পর্যালোচনা ও কমিশনের প্রধান সংস্কার উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় কমিশন খসড়া MoUসমূহ অনগ্রসরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ; গ. কমিশন পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা যেমন: Securities and Exchange Commission of Sri Lanka, Securities and Exchange Commission of Pakistan and Securities & Exchange Board of India-এর নিকট সাংগঠনিক কাঠামো ও মানবসম্পদ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ; এবং ঘ. কমিশন XBRL ভিত্তিক রিপোর্টিং প্ল্যাটফর্ম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অবগতির জন্য IOSCO সহ বিভিন্ন দেশের যেমন: সিঙ্গাপুর, হংকং, জাপান, মালয়েশিয়া ও শ্রীলংকার পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহে যোগাযোগ স্থাপন।

১০. কর্পোরেট রিপোর্টিং

কমিশনের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী, চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট বিভাগের অধীনে দুটি বিভাগ বিদ্যমান; যথা:

ক. অ্যাকাউন্টিং ও অডিটিং পলিসি বিভাগ, এবং

খ. কর্পোরেট রিপোর্টিং বিভাগ।

কর্পোরেট রিপোর্টিং বিভাগের প্রধান কাজগুলি নিম্নরূপ:

১. তালিকাভুক্ত কোম্পানি কর্তৃক ত্রৈমাসিক, বার্ষিক এবং অন্তর্বর্তী আর্থিক বিবরণী দাখিলের তদারকি,

২. তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা,

৩. তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা,

৪. আইপিও/কিউআইও/আরপিও/রাইট ইস্যুর মাধ্যমে উত্তোলিত মূলধনের ব্যবহার প্রতিবেদন তদারকি,

৫. ইন্সপেকশন/ ইনকোয়ারি/ইনভেস্টিগেশন প্রস্তাব উত্থাপন, এবং

৬. কমিশন নির্ধারিত যেকোনো কাজ সম্পাদন।

২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়ে কর্পোরেট রিপোর্টিং বিভাগ সম্পাদিত কার্যাবলি নিম্নরূপ :

আর্থিক বিবরণী দাখিল সংক্রান্ত তথ্য

সূচকসমূহ	প্রত্যাশিত	প্রকৃত
কোম্পানির বার্ষিক আর্থিক বিবরণী জমা	১০৫	১০৮
অন্তর্বর্তীকালীন (Q1) প্রতিবেদনসমূহ জমা	১০৫	৯৭
অন্তর্বর্তীকালীন (Q2) প্রতিবেদনসমূহ জমা	০০	০৪
অন্তর্বর্তীকালীন (Q3) প্রতিবেদনসমূহ জমা	২৩০	১১১
আইপিও/আরপিও/কিউআইও/আরআই তহবিলের ব্যবহার সংক্রান্ত ব্যবহার প্রতিবেদনসমূহ জমা	৩৮	২২

অন্যান্য কার্য

সূচকসমূহ	কার্য সংখ্যা
বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি	
অধিক তথ্য বা ব্যাখ্যা তলব	০৪
আর্থিক বিবরণীসমূহ দাখিলের সময় বৃদ্ধি	৩৬
সময় বৃদ্ধির আবেদন নাকচ	২২
যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল না-করার জন্য ক্যাপিটাল ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	৪৪
সিকিউরিটিজ আইনের বিধান পরিপালন না-করায় ক্যাপিটাল ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	০৬
স্বতন্ত্র বহিঃনিরীক্ষকের কোয়ালিফাইড অপিনিয়ন/অ্যাডভার্স অপিনিয়ন/ডিসক্লেইমার সংখ্যা	১৪
প্রথম প্রান্তিক (Q1) আর্থিক বিবরণী	
আর্থিক বিবরণীসমূহ দাখিলের সময় বৃদ্ধি	৩২
সময় বৃদ্ধির আবেদন নাকচ	১৮
যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল না-করায় ক্যাপিটাল ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	৮৪
দ্বিতীয় প্রান্তিক (Q2) আর্থিক বিবরণী	
আর্থিক বিবরণীসমূহ দাখিলের সময় বৃদ্ধি	০০
সময় বৃদ্ধির আবেদন নাকচ	০১
যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল না-করায় ক্যাপিটাল ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	৫০
তৃতীয় প্রান্তিক (Q3) আর্থিক বিবরণী	
আর্থিক বিবরণীসমূহ দাখিলের সময় বৃদ্ধি	০০
সময় বৃদ্ধির আবেদন নাকচ	০৬
যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল না-করায় ক্যাপিটাল ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	১৩
আইপিও/আরপিও/আরআই/কিউআইও তহবিলের ব্যবহার প্রতিবেদনসমূহ	
তহবিলের ব্যবহারের প্রতিবেদনসমূহ দাখিলের সময় বৃদ্ধি	০০
সময় বৃদ্ধির আবেদন নাকচ	০১
যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল না করায় ক্যাপিটাল ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	০০
বিশেষ নিরীক্ষা/তদন্ত/ অনুসন্ধান	
বিশেষ নিরীক্ষক নিয়োগ প্রস্তাব প্রদান	০২
তদন্ত/ অনুসন্ধান প্রস্তাব প্রদান	০৭
সিকিউরিটিজ আইনের বিধান পরিপালন না করায় ক্যাপিটাল ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	১৫

১১. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস

কমিশনের আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদকরণ, ই-সার্ভিস প্রবর্তনের মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ ও ডিজিটালাইজ্‌ড্ পুঁজিবাজার মনিটরিং সিস্টেম বিনির্মাণ করাই এমআইএস বিভাগের মূল লক্ষ্য।

কমিশনের এমআইএস বিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- দাপ্তরিক কাজের জন্য সরকারের ই-নথি ব্যবস্থা ব্যবহারে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- দাপ্তরিক কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা প্রদান;
- অনলাইন সভাসহ বিভিন্ন সভা/সেমিনার/সচিত্র উপস্থাপনার জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- ২০০ এমবিপিএস গতির নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট (১০০ এমবিপিএস রিডানডেন্ট সংযোগ ব্যবস্থাসহ) সেবা নিশ্চিতকরণ;
- কমিশনের ডিজিটাল তথ্যাবলি সংরক্ষণ ও ব্যাকআপের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত ক্রয়ের কারিগরি বিশেষীকরণ (Technical Specification) তৈরি;
- কমিশনের তথ্যের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- কমিশনে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য নিরাপত্তামূলক সচেতনতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কমিশনের টেন্ডার প্রক্রিয়া e-GP পোর্টালের মাধ্যমে সম্পাদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের চাহিদা অনুসারে সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট/মডিফিকেশন/আপগ্রেডেশন/মেইনটেন্যান্সের কাজ; এবং
- কমিশনের ওয়েবসাইটটি এসএসএম সার্টিফিকেট ব্যবস্থাপূর্বক তথ্যের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (২টি ডোমেইন: www.sec.gov.bd ও www. এসইসিবিডি.বাংলা) সর্বদা চালু এবং তথ্য হালনাগাদ করা।

২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়কালে সম্পাদিত/চলমান কার্যক্রমসমূহ

১. ২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়কালে IT Support Ticket Management System (ITMS)-এর মাধ্যমে ১২৬টি (Ticket Status - Closed/In Review) আইটি সহায়তার অনুরোধ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ITMS টিকেট ব্যতীত কর্মকর্তাদের ফোন/ইমেইল/মৌখিক দাপ্তরিক নির্দেশনা প্রেক্ষিতে ৪৫৬টি আইটি সহায়তার অনুরোধ যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২. কমিশনে অনলাইন আইপিও প্ল্যাটফর্ম বাস্তবায়ন কর্মকাণ্ড চলমান রয়েছে। উক্ত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারপূর্বক আইপিও আবেদন জমা দানের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে। প্ল্যাটফর্মটির ডেভেলপমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। ডেভেলপমেন্ট পরবর্তী পাইলট টেস্টিংয়ের জন্য প্রস্তুতি কার্যক্রম (মক টেস্টিং) সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে প্ল্যাটফর্মটির পাইলট টেস্টিং সম্পাদনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. কমিশনের ডেব্‌ট সিকিউরিটিজ রিপেমেন্ট মনিটরিং সিস্টেম (DSRMS) সিস্টেম বাস্তবায়ন কর্মকাণ্ড চলমান রয়েছে। সিস্টেমটি বন্ড/সুকুক ইস্যুকারি কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে রিপেমেন্ট পরিশোধের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের জন্য বাস্তবায়িত হবে। DSRMS-এর পাইলট টেস্টিং প্রাথমিকভাবে তিনটি ডেব্‌ট সিকিউরিটিজ সমন্বয়ে শুরু করা হয়েছে।

৪. বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) অধীনে পরিচালিত সরকারি প্রকল্প BGD e-GOV CIRT-এর মাধ্যমে কমিশনের আইটি অডিট কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তাবনা অনুমোদিত হয়েছে। আইটি অডিট কার্যক্রমের Terms of Reference (TOR) তৈরি করা হচ্ছে।

৫. আইসিটি ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে কমিশনের Computer Incident Response Team (CIRT)-এর দ্বিতীয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে CIRT এর সদস্যদের সাথে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই) এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (সিএসই) এবং সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল)-এর CIRT সদস্যদের সাথে আলোচনাসভা সম্পন্ন হয়েছে। সভায় কমিশন এবং কমিশনের অংশীদার প্রতিষ্ঠান এবং সার্বিক ক্যাপিটাল মার্কেটে সাইবার নিরাপত্তার বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

৬. কমিশনের ওয়েবসাইটে ২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়কালে আপলোডকৃত তথ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- ❒ আদেশ/নোটিফিকেশন/ডাইরেক্টিভ ইত্যাদি : ০২টি,
- ❒ এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন : ১৩৩টি,
- ❒ প্রেসবিজ্ঞপ্তি : ৩২টি,
- ❒ GO : ০৩টি
- ❒ অনাপত্তি সনদ : ০৩টি,
- ❒ বিএসইসি অফিস অর্ডার/সার্কুলার : ০২টি, এবং
- ❒ অন্যান্য প্রাপ্ত তালিকা।

১২. লিগ্যাল সার্ভিস

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি:

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন আদালতে ২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়ে ২৮টি মামলা দায়ের করা হয়। তন্মধ্যে, ৩১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহ নিম্নরূপ:

২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়ে কমিশনের কর্তৃক ও কমিশনের বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা

বিএসইসি কর্তৃক /বিএসইসি'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা	মামলা সংখ্যা	বিবরণ
বিএসইসি কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা	০০টি	
বিএসইসি'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা	২৮টি	সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন, কমিশনের জরিমানার আদেশ চ্যালেঞ্জ এবং অন্যান্য কারণে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ২৮টি রিট মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে।

২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়ে নিষ্পত্তিকৃত মামলা

নিষ্পত্তিকৃত মামলা সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৩১টি	বর্ণিত সময়কালে ৩১টি মামলা কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে নিষ্পত্তি করা হয়।

১৩. ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন

মিউচ্যুয়াল ফান্ড, সিআইএস অ্যান্ড সিকিউরিটাইজেশন বিভাগ

মিউচ্যুয়াল ফান্ড, সিআইএস অ্যান্ড সিকিউরিটাইজেশন বিভাগ প্রধানত মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড নিবন্ধন, অবসায়ন, রূপান্তর, পর্যবেক্ষণ ও তদারকি সংক্রান্ত কাজ করে।

ট্রাস্ট ডিড ও ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এগ্রিমেন্ট অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যাবলি

২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়কালে উক্ত বিভাগ কোনো মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্ট ডিড ও ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এগ্রিমেন্ট অনুমোদন প্রদান করেনি।

ক্রম	ফান্ডের নাম	ফান্ডের আকার (কোটি টাকায়)	নিবন্ধন সনদ প্রদানের তারিখ
০১	এএমএস গোবাল ফার্স্ট রেগুলার ইনকাম ফান্ড (বে-মেয়াদি)	২৫	২১ মে, ২০২৫

ফান্ডের প্রসপেক্টাস অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যাবলি

২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়কালে উক্ত বিভাগ ০১টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রসপেক্টাস অনুমোদন প্রদান করেছে।

ক্রম	ফান্ডের নাম	ফান্ডের আকার (কোটি টাকায়)	নিবন্ধন সনদ প্রদানের তারিখ
০১	ভেঞ্চুরা এএমসিএল ব্যালেন্স ফান্ড (বে-মেয়াদি)	২৫	১২ মে, ২০২৫

ফান্ডের তদারকি সংক্রান্ত কার্যাবলি

মিউচ্যুয়াল ফান্ড সম্পর্কিত পরিচালিত পরিদর্শন কার্যক্রম

২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়কালে মিউচ্যুয়াল ফান্ড সম্পর্কিত ০১টি পরিদর্শন আদেশ জারি করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

তদন্ত সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড সংখ্যা		দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন
০১	মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	-	-	০১

মিউচ্যুয়াল ফান্ড সম্পর্কিত পরিচালিত তদন্ত কার্যক্রম

২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়কালে মিউচ্যুয়াল ফান্ড সম্পর্কিত ০২টি তদন্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে মোট ০৫টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তদন্ত কার্যক্রম সম্পূর্ণ করা হয়; যা নিম্নরূপ:

তদন্ত সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড সংখ্যা		দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন
০২	মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	০১	-	০১
	বে-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	০৪	০১	-
মোট		০৫	০১	০১

দাখিলকৃত তদন্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ

কমিশনের তদন্ত/পরিদর্শন দল মিউচ্যুয়াল ফান্ড সম্পর্কিত তদন্ত /পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়কালে উক্ত বিভাগ কর্তৃক গ্রহণকৃত পদক্ষেপ নিম্নরূপ:

পূর্ব পরীক্ষাধীন প্রতিবেদন সংখ্যা	বর্ণিত সময়ে গৃহীত প্রতিবেদন সংখ্যা	মোট প্রতিবেদন সংখ্যা	এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন
-	০১	০১	০১	-	-

১৪. ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি

কমিশনের ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি বিভাগ দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা ও কনফারেন্স আয়োজন করে। এরূপ আয়োজন বিনিয়োগকারীদেরকে সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। এছাড়া, এই বিভাগ বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম, পুঁজিবাজারের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত ব্যক্তির প্রশিক্ষণ এবং বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ পালন সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি ডিভিশন এবং উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে ডিএসই ও সিএসসি কর্তৃক পরিচালিত ২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়কালে সম্পাদিত কার্যাবলি নিম্নরূপ:

ক্রম	বিবরণ	অংশগ্রহণকারী (জন)
১	বিনিয়োগকারীদের প্রশিক্ষণ	৫২১
২	বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণ	৪১৪
৩	ডিএসই ও সিএসই'র ট্রেকহোল্ডারদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ	৫২
৪	তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহ সম্পর্কিত Compliance of Securities Markets সেমিনার অনুষ্ঠান	৬৬৪
	সর্বমোট	**১৬৫১**

১৫. ফিন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভস

কমিশনের ফিন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভস বিভাগ দেশের প্রথম ফাইন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভস মার্কেট প্রচলনের লক্ষ্যে কাজ করছে। যার ধারাবাহিকতায় উক্ত বিভাগ কর্তৃক Bangladesh Securities and Exchange Commission (Financial Derivatives Exchange) Rules, 2024-এর প্রাথমিক খসড়া বিধিমালা প্রস্তুত করা হয়। ২০২৫ সালের ২৩ জানুয়ারি খসড়া বিধিমালা সম্পর্কিত এক সভায় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই) এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (সিএসই) থেকে অধ্যায়ভিত্তিক মতামত দাখিলের অনুরোধ জানানো হয়। ফলশ্রুতিতে, সিএসই ২০২৫ সালের ২৩ মার্চ অধ্যায়ভিত্তিক মতামত দাখিল করে। তবে, ডিএসই এ বিষয়ে মতামত দাখিলের পূর্বে কমিশনের সাথে অধিক আলোচনা করা প্রয়োজন উল্লেখপূর্বক আরেকটি সভা আয়োজনের অনুরোধ জানায়। ডিএসই-এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে ২০২৫ সালের ১৬ জুন কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা, ডিএসই বোর্ড এবং ডিএসই-এর অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সার্বিক আলোচনা শেষে ডিএসই কর্তৃক একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠনপূর্বক ২০২৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে একটি খসড়া বিধিমালা দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে ডিএসই-এর ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পর উক্ত ওয়ার্কিং কমিটির কার্যক্রম তদারকির জন্য কমিশন কর্তৃক একটি রিভিউ কমিটি গঠনের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৬. কমোডিটি প্রোডাক্ট

বিএসইসি ২০২৫ সালের ১২ মে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (কমোডিটি ডেরিভেটিভস) প্রবিধানমালা, ২০২৫-এর চূড়ান্ত খসড়ার অনুমোদন প্রদান করে। যার মাধ্যমে সিএসই কর্তৃক কমোডিটি ডেরিভেটিভস ব্রোকার নিবন্ধন ও পণ্যের অনুমোদনের জন্য আবেদনের সুযোগ সৃষ্টি এবং বাংলাদেশের কমোডিটি ডেরিভেটিভস ট্রেডিং চালুর পথ সুগম হয়েছে। কমোডিটি প্রোডাক্ট বিভাগ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ, কমিশনের সিএমআরআরসি বিভাগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

২০২৫ সালের ২৩ জুন কমোডিটি প্রোডাক্ট বিভাগ বিএসইসি, সিএসই, পাকিস্তানের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং পাকিস্তান মার্কেন্টাইল এক্সচেঞ্জের অংশগ্রহণে একটি ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করে। এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাদেশের কমোডিটি ডেরিভেটিভস মার্কেট উন্নয়নে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা। সভায় PMEX নিয়ন্ত্রক কাঠামো, পণ্যের ধরন, ট্রেডিং অবকাঠামো এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপনা করে। সভা শেষে অনুষ্ঠিত ফলপ্রসূ প্রশ্নোত্তরপর্বে বিএসইসি ও সিএসই-এর কর্মকর্তারা বিভিন্ন কারিগরি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতেও জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে।

১৭. জনসংযোগ

এই বিভাগ কমিশনের জনসংযোগ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করে। ২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়কালে জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা দপ্তরে ০১(এক) টি গেজেট প্রকাশের পদক্ষপ গ্রহণ;

২. কমিশন কর্তৃক ৩১ (একত্রিশ) টি ইস্যুকৃত প্রেসবিজ্ঞপ্তি কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.sec.gov.bd এবং www.এসইসিবিডি.বাংলা) প্রকাশিত হয়েছে; এবং

৩. পুঁজিবাজার সম্পর্কে স্বচ্ছ, নির্ভরযোগ্য ও গবেষণামূলক সাংবাদিকতাকে উৎসাহিতকরণে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন 'বিএসইসি ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিজম এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড ফেলোশিপ' কর্মসূচি প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে কমিশন 'বিএসইসি ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিজম এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড ফেলোশিপ নীতিমালা ২০২৫' নীতিমালা প্রণয়ন এবং তদ্‌নুযায়ী অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড ফেলোশিপ প্রদানের জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।

১৮. মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন

কমিশনের ইন্সপেকশন ইনকোয়ারি অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের অধীনে মার্কেট ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট চালু করা হয়েছে। এ ডিপার্টমেন্টের আওতায় এক্সচেঞ্জ অ্যাফেয়ার্স সেকশন ও ইস্যুয়ার কোম্পানি অ্যান্ড আদার ইন্টারমিডিয়ারিজ অ্যাফেয়ার্স সেকশন হয়েছে। ২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়ে কমিশনের মার্কেট ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. মার্কেট ম্যানিপুলেশন, গুজব ও নাশকতা সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ; এবং

২. প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কমিশনের নিকট ০১টি গোয়েন্দা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।

এছাড়া, উল্লিখিত সময়ে মার্কেট ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

ক্রম	কার্যাবলি
১.	দেশীয় বিভিন্ন সংস্থার ইন্টেলিজেন্স শাখার পারস্পারিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে সংস্থাসমূহের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সাথে বিএসইসি'র মার্কেট ইন্টেলিজেন্ট ডিপার্টমেন্টের মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: ক. পুঁজিবাজারের উন্নয়নে ইন্টেলিজেন্স কার্যক্রম জোরদারকরণে বিভিন্ন সংস্থার সাথে সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ; খ. দক্ষতা উন্নয়নে ও ইন্টেলিজেন্স সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য অন্যান্য ইন্টেলিজেন্স সংস্থারসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন।
২.	কার্যকরী ইন্টেলিজেন্স কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ইউএস এসইসি'তে বিদ্যমান সিস্টেমের আলোকে পুঁজিবাজারের বিভিন্ন গোয়েন্দা তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে TCR (Tips, Complaints & Referrals) ব্যবস্থা বাস্তবায়নের নিমিত্ত কমিশনের এমআইএস বিভাগ ও সিডিবিএল-এর সাথে একাধিকবার সভা আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভার আলোকে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ চলমান রয়েছে।

মার্কেট ইন্টেলিজেন্স বিভাগ কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণপূর্বক নিয়মিতভাবে পুঁজিবাজারের সম্ভাব্য অনিয়ম ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ক. ইন্সপেকশন, ইনকোয়ারি অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন বিভাগ কর্তৃক ০১ এপ্রিল—৩০ জুন ২০২৫ সময়কালে অনুসন্ধান/তদন্ত সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রম	বিবরণ	সংখ্যা
১	ইস্যুকৃত অনুসন্ধান/তদন্ত আদেশ	২৪
২	অনুসন্ধান কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদন	১৯

খ. এই বিভাগ কর্তৃক ০১ এপ্রিল—৩০ জুন ২০২৫ সময়কালে পরিদর্শন সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রম	ইস্যুকৃত আদেশ সংখ্যা	দাখিলকৃত প্রতিবেদন সংখ্যা
১	১৬	০৯

১৯. স্টক এক্সচেঞ্জ অপারেশনাল স্ট্যাটিসটিকস

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড পিএলসি
এপ্রিল-জুন ২০২৫

মাস	ডিএসই ব্রড সূচক (DSEX)	বাজার মূলধন শেষ লেনদেন দিবস পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)	মোট লেনদেন দিবস	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যা)		সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)	
				মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়
এপ্রিল	৪,৯১৭.৯২	৬,৫৬৫,৬৯৩.৬৫	১৮	২,৭৫৮.৮১	১৫৩.২৭	৭১,৬০৮.৭৩	৩,৯৭৮.২৬
মে	৪,৬৩৭.৯২	৬,৪৬৯,৮৪৭.৫১	২১	৩,৬০৪.৯৮	১৭১.৬৭	৭০,১৭৮.১৩	৩,৩৪১.৮২
জুন	৪,৮৩৮.৩৯	৬,৬২২,৭১০.৭৬	১৬	২,১৬৯.৮০	১৩৫.৬১	৫৩,৬২৬.৩৩	৩,৩৫১.৬৫
মোট			**৫৫**	**৮,৫৩৩.৫৯**	**১৫৫.১৬**	**১৯৫,৪১৩.১৮**	**৩,৫৫২.৯৭**

* মাসের শেষ দিবসের লেনদেন সূচক এবং বাজার মূলধন সংশ্লিষ্ট মাসের প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান হিসেবে বিবেচ্য
উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড পিএলসি

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি
এপ্রিল-জুন ২০২৫

মাস	সকল শেয়ারের মূল্যসূচক	বাজার মূলধন শেষ লেনদেন দিবস পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)	মোট লেনদেন দিবস	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যা)		সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)	
				মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়
এপ্রিল	১৩,৮০৫.৩১৭৫	৬,৮৭৭,৩১৪.৯১	১৮	১,৭১৯.৯১	৯৫.৫৫	৫৮.০৪	৩.২২
মে	১৩,০৫১.৭৯৮৯	৬,৭৪৩,৯৮৮.৪৪	২১	২,০৮০.৭৩	৯৯.০৮	৭১.৯৭	৩.৪৩
জুন	১৩,৪৩৮.৩৭৯০	৬,৯১১,৯২৮.২২	১৬	৩,৪৮০.৭৮	২১৭.৫৫	৭৭.৮২	৪.৮৬
মোট			**৫৫**	**৭,২৮১.৪২**	**১৩২.৩৯**	**২০৭.৮৩**	**৩.৭৮**

* মাসের শেষ দিবসের লেনদেন সূচক এবং বাজার মূলধন সংশ্লিষ্ট মাসের প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান রূপে বিবেচ্য
উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি

বিএসইসি ওয়েবসাইটের বিষয়বস্তু

- বিএসইসি সম্পর্কে • উল্লেখযোগ্য ঘটনা • প্রেস রিলিজ • সিকিউরিটিজ আইন • বিনিয়োগকারীর তথ্য
- আইপিও প্রসপেক্টাস • বার্ষিক প্রতিবেদন • ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন • এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশনস্
- বাজার মধ্যস্থতাকারীদের তালিকা • কর্মসংস্থান তথ্য • দরপত্র তথ্য
- বিধি সংশোধনে মন্তব্যের অনুরোধ • গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক

রেফারেন্স রুম

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮)-০২-৫৫০০৭১৭৩-২, ফ্যাক্স: (৮৮)-০২-৫৫০০৭১০৬

যা আছে:

- বিএসইসি'র প্রকাশনা
- তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের প্রসপেক্টাস
- তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন
- তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের প্রকাশিত অর্ধ-বার্ষিক হিসাব বিবরণী
- সিকিউরিটি আইন, রুলস্ ও রেগুলেশনস্/গেজেট নোটিফিকেশনস্
- পুঁজিবাজারের উপর স্থানীয়/বিদেশি প্রকাশনা
- বিএসইসি প্রকাশনার গ্রাহক হওয়ার সুযোগ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

Website: www.sec.gov.bd, www.এসইসিবিডি.বাংলা

E-mail: info@sec.gov.bd